

লক্ষা ২০০,
বেগুন ১০০!
বাজারে টাঙ্ক
ফোর্সের হানা,
এবার কি দাম
কমবে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাইঃ
বৃষ্টির দাপটে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে
সঞ্চারিত ফলন মার খাওয়ায় বাজারে
চতুর্দশ করে দাম বাড়ছে লক্ষা ও
বেগুন। শুক্রবার সকাল সকাল
সেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে
কোলে মার্কেটে হানা দিল রাজা
সরকারের টাঙ্ক ফোর্স। পাইকারি
বাজারে ঢুকে একের পর এক
দোকানে দামের হেরফের দেখে চোখ
কপালে ওঠে আধিকারিকদের। টাঙ্ক
ফোর্সের এক সদস্য জানান, “একই
বাজারে কোথাও বেগুন বিক্রি হচ্ছে
৫০০ টাকা পাল্লা, আবার কোথাও
৪০০ টাকা, কারও দোকানে ২৫০
টাকা। এটা চলতে পারে না। সাধারণ
মানুষকে ঠিকানো হচ্ছে।” দাম
নিয়ন্ত্রণে না আনলে কড়া ব্যবস্থা
নেওয়ার ঈশ্বরীয়ারিও দেন
আধিকারিকরা। তাদের কড়া বার্তা,
সবজির জন্য এক দামে বেচাকেনা
নিশ্চিত করতে হবে, নয়তো
আইনানুগ পদক্ষেপ হবে। পাইকারি
বাজার হিসেবে কোলে মার্কেটের
গুরুত্ব এতটাই। তাই এখানকার
পরিস্থিতি বুঝতেই এদিন সকালবেলা
অভিযান চালানো যলে জানান টাঙ্ক



ফোর্সের আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ
কোলা। তিনি বলেন, “বাজারে
বেগুন ও কাঁচালক্ষার দাম
অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। আমরা
তদন্ত করে রিপোর্ট চিফ
সেক্রেটারিকে জমা দেব।”
বাবসাধারণের যুক্তি, লাগাতার বৃষ্টিতে
মাঠঘাট জলময়। অনেক জায়গায়
ফসল পচে গিয়েছে। সেই কারণেই
উৎপাদন কমেছে, সরবরাহে টান
পড়েছে, যার জেরে বাড়ছে দাম।
বিশেষত লক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্যের
বেলডাঙা সহ একাধিক চাষাঞ্চলে
মজুত প্রায় শেষ। ফলে বাইরে থেকে
আমদানি ছাড়া উপায় নেই। তবে
আশা, বাইরে থেকে লক্ষা এলে দাম
কিছুটা কমবে। এদিকে রান্নার বাজার
সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ
ক্রেতার। বিশেষত নিম্নবিত্ত, দিন
আনি দিন খাই মানুষদের পক্ষে এই
দামে বাজার করা কার্যত অসম্ভব।
অনেকেই অভিযোগ করছেন,
সুযোগ নিয়ে কিছু ব্যবসায়ী বাড়তি
লাভ করছেন। এই পরিস্থিতিতে টাঙ্ক
ফোর্সের হাটা হানা খতি দিচ্ছে
মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ক্রেতাদের।
অনেকেই বলছেন, “এভাবে
নজরদারি চললে হয়তো দাম কিছুটা
নিয়ন্ত্রণে আসবে।”

‘মানবিক হতে হত’, সময়সীমা
বাড়িয়ে চাকরি ফিরিয়ে দিতে
হবে! এসএসসি-কে হাইকোর্ট



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাইঃ
চাকরি হারানোর পরে স্কুল সার্ভিস
কমিশনের কাছে বারবার আবেদন
করেও কোনও সাড়া পাননি নদিয়ার
শিক্ষিকা নাহিদা সুলতানা। শেষ পর্যন্ত
কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে
মিলল সুবিচার। বিচারপতি সৌগত
ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছেন, নাহিদা
সুলতানাকে ফেরে আবার প্রাইমারি
স্কুলে নিয়োগ করতে হবে এবং স্কুল
সার্ভিস কমিশনকে তাঁর কাজে
যোগদানের সময়সীমা বাড়িয়ে দিতে
হবে। নাহিদা সুলতানা আগে নদিয়ার
বুর্জুলী আদর্শ বিদ্যালীতে নবম-দশম
শ্রেণিতে শিক্ষকতা করতেন। পরে
আবার প্রাইমারিতে (পঞ্চম থেকে
অষ্টম শ্রেণি) মেধা তালিকায় নাম
ওঠে তাঁর। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে
এসএসসি থেকে নিয়োগপত্রও পান।
কিন্তু নিয়ম ছিল, অনুমোদনের ৯০
দিনের মধ্যে নতুন স্কুলে যোগদান
করতে হবে। নাহিদা তখন দক্ষিণ
দিনাজপুরের লাসুলি ২ বানেশ্বরী
জুনিয়র হাইস্কুলে নবম-দশম

শ্রেণিতে কর্মরত ছিলেন। সেই চাকরি
ছাড়তে না পারায় নির্ধারিত সময়ে
আবার প্রাইমারিতে যোগ দিতে
পারেননি। এরপর সুপ্রিম কোর্টের
নির্দেশে নবম-দশম শ্রেণির চাকরি
চলে যায়। তখনই নাহিদা
এসএসসির কাছে আবেদন করেন,
তাঁর কাজে যোগদানের সময়সীমা
বাড়ানোর জন্য। নাহিদার আইনজীবী
আশিস কুমার চৌধুরী আদালতে
বলেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে
এসএসসি নিজে থেকেই সময়সীমা
বাড়ানোর ক্ষমতা রাখে। নাহিদা
নিয়ম মেনে আবেদন করেছিলেন,
তবুও এসএসসি সেটি বিবেচনা
করেনি। বরং কমিশনের সিদ্ধান্তে
তাঁর পুরনো চাকরিও চলে গিয়েছে।
অন্যদিকে এসএসসির পক্ষে
আইনজীবী ডঃ সুনু পাঠ্র জানান,
নাহিদা নিজেই ইচ্ছাকৃতভাবে কাজে
যোগ দেননি। তাই তাঁর অনুমোদন
বাতিল হয়েছে। সময়সীমা বাড়ানো
এসএসসির এক্ত্রয়ার হলেও, এই
ক্ষেত্রে সেই সুযোগ নেই। সবপক্ষের
বক্তব্য শুনে বিচারপতি সৌগত
ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, যে কোনও
পরিস্থিতিতে বিষয়টিকে
মানবিকভাবে দেখা উচিত ছিল।
একটি চাকরি হারানো মানে পুরো
পরিবারের আর্থিক বিপর্যয়। আদালত
স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, এসএসসি
সাত দিনের মধ্যে নাহিদার নিয়োগের
সময়সীমা বাড়িয়ে দেবে এবং সংশ্লিষ্ট
স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে নিয়োগপত্র
তুলে দেবে।

‘মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরে যাবেন না’,
শুভেন্দুর মন্তব্যে রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের ঝড়

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু
অধিকারীর সাম্প্রতিক মন্তব্য নিয়ে
প্রবল বিতর্ক। দেশের অন্যতম
জনপ্রিয় পর্যটনস্থল কাশ্মীর নিয়ে
এক বিতর্কিত মন্তব্য করে বাঙালি
পর্যটকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,
“মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরে যাবেন
না। কোনও বাঙালির সেখানে
যাওয়া উচিত নয়।” এই বক্তব্য
দিয়েছেন তিনি জাতীয় সংবাদ
সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া এক
সাক্ষাৎকারে। এই মন্তব্যে ক্ষুব্ধ
রাজনীতির একাধিক মহলা।
অনেকে বলছেন, এই ধরনের
উদ্ভাসনামূলক ও সাম্প্রদায়িক মন্তব্য
দেশের সংহতির পরিপন্থী। বিশেষ
করে যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র
মোদি নিজে দেশবাসীকে কাশ্মীর
অমরের আহ্বান জানাচ্ছেন,
সেখানে তাঁর দলেরই একজন শীর্ষ
নেতা এমন মন্তব্য করায় তৈরি
হয়েছে দ্বন্দ্বের পরিবেশ। সম্প্রতি
প্রধানমন্ত্রী মোদি বারবার কাশ্মীরের
উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা এবং
নিরাপত্তার কথা তুলে ধরে

দেশবাসীকে সেখানে ঘুরতে
যাওয়ার অনুপ্রেরণা জানিয়েছেন।
তাঁর ভাষায়, নতুন কাশ্মীর শুধু
সৌন্দর্য নয়, নিরাপত্তার দিক
দিয়েও প্রকৃত পর্যটকদের স্বাগত
জানিয়েছে। দ্বন্দ্বের মধ্যে শুভেন্দু
অধিকারীর মন্তব্যের পর



রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ
বলছে, এতে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি
তৈরি হচ্ছে। একই দলের দুই
স্তরের নেতার বক্তব্য বিপরীতমুখী
হওয়ায় সাধারণ মানুষ কাকে
বিশ্বাস করবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন
উঠছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র
কুণাল ঘোষ বলেন, “শুভেন্দু

বাবুর মন্তব্য চূড়ান্ত ধৃষ্টতা। দেশের
সংবিধান অনুসারে, প্রত্যেক
নাগরিকের অধিকার আছে দেশের
যেকোনও প্রান্তে যাওয়া ও থাকা।
তিনি কি দেশের সংবিধানকে
অস্বীকার করছেন?” সিপিএম
নেত্রী মহম্মদ সেলিম বলেন, “এই

বক্তব্য একেবারে সাম্প্রদায়িক।
বিজেপির প্রকৃত মুখ এভাবেই
প্রকাশ পায়- বিভাজনের
রাজনীতি, ধর্মীয় মেরুকরণ। এটা
ভীষণ বিপজ্জনক।” বিরোধের
মাঝে শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ
মহল জানিয়েছে, তিনি নাকি
সাম্প্রতিক কিছু নির্দিষ্ট ঘটনার

প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করেছেন,
যেখানে কিছু বাঙালি পর্যটক
কাশ্মীরে গিয়ে সমস্যা
পড়েছিলেন। তবে তা সত্ত্বেও
এভাবে ‘মুসলিম অধ্যুষিত’ এলাকা
বলে চিহ্নিত করে গোটা একটি
অঞ্চল সম্পর্কে নেতিবাচক বার্তা
দেওয়া ঠিক হয়নি বলে মনে
করছেন অনেকেই। কাশ্মীরের
পর্যটনশিল্প ইতিমধ্যেই করোনা ও
৩৭০ ধারা বাতিল-পরবর্তী
রাজনৈতিক উত্তেজনার ধাক্কা
সামলে উঠছে। প্রধানমন্ত্রী ও
পর্যটন মন্ত্রকের চেম্বার আবারও
ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে
উপত্যকা। এরই মধ্যে এই ধরনের
নেতিবাচক বার্তা সেখানে পর্যটক
আগমন কমাতে পারে বলেই
আশঙ্কা পর্যটন ব্যবসায়ীদের।
সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মন্তব্য ঘিরে
সমালোচনার ঝড় উঠেছে।
অনেকেই বলছেন, কাশ্মীর
ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেখানে
গিয়েই ভারতের সৌন্দর্য উপভোগ
করা উচিত। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে
কোনও অঞ্চলকে বর্জন করার
কথা বলা মানে বিতর্কের
রাজনীতি।

বাংলায় কথা বললেই
বাংলাদেশি! ওড়িশার
‘ডিটেনশন শিবির’ থেকে ফিরে
আতঙ্কে কাঁটা ৩৬ জন শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলার
‘অপরাধে’ ওড়িশার বিভিন্ন জেলার
অস্থায়ী বন্দিশিবিরে দিনের পর দিন
আটকে থেকে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার
শিকার হতে হল রাজ্যের ৩৬ জন
পরিযায়ী শ্রমিককে। তাঁদের অনেকেই
নদিয়া ও মুরশিদাবাদ জেলার বাসিন্দা।
কেউ তিন দিন, কেউ বা চার দিন
দাবি, “সব পরিচয়পত্র ছিল। তবু
প্রশ্নের শেষ নেই- বাবা-মার জন্ম
কোথায়, কেন পাসপোর্ট করিয়েছি,



জানাচ্ছেন, জগসিংহপুর, জাজপুর, কোরাপুট,
ভদ্রক-সহ ওড়িশার নানা প্রান্তে
তৈরি হয়েছে অস্থায়ী শিবির। মোট
১৫টি থানার ১২টিতে চলছে
‘চিহ্নিতকরণ অভিযান’। পুলিশের
তিনটি ডান একদিন আচমকা
নির্মাণস্থলে হানা দিয়ে তুলে নিয়ে
যায় বাংলায় কথা বলা শ্রমিকদের।
অভিযোগ, তাঁদের সন্দেহ করা হয়
বাংলাদেশি নাগরিক বলে। অথচ
অধিকাংশেরই কাছে আধার,
ভোটার, রেশন কার্ড, এমনকি
পাসপোর্ট পর্যন্ত ছিল। নদিয়ার
রাকিবুল ইসলাম, সাইনুল ইসলাম,
হাসিবুল শেখার জানাচ্ছেন, তারা
দুই দশক ধরে ওই রাজ্যে কাজ
করছেন। স্থানীয় চিকাদারদের সঙ্গে
পুরনো সম্পর্ক থাকলেও বিপদের
সময়ে কেউ পাশে দাঁড়ায়নি।
সাইনুলের কথায়, “পুলিশ আমাদের
তুলে নিয়ে গেলেও, যাঁদের কাছে

এত বছর কাজ করেছি, তাঁরা একটা
কথাও বলেননি। মুখও দেখায়নি।”
বন্দিদশায় কীভাবে কাটিয়েছেন?
আনোয়ার হোসেনের কথায়,
“সকালে পোকাধরা চিড়ে-গুড়,
দুপুর-রাত্রে ডালভাত-আলুসেজা।
অনেক দিন না খেয়েই কাটাতে
হয়েছে। মোকোতে কাপড় পেতে
সুত্রে হতা গরম আর আতঙ্কে
চোখে ঘুম ছিল না।” রাকিবুলের
দাবি, “সব পরিচয়পত্র ছিল। তবু
প্রশ্নের শেষ নেই- বাবা-মার জন্ম
কোথায়, কেন পাসপোর্ট করিয়েছি,

‘৭৫ সালের আগের জমির কাগজ
কোথায়!’ এই ঘটনায় মুখ খুলেছেন
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ও। তাঁর
প্রশ্ন, সব কাগজ থাকা সত্ত্বেও
পরিযায়ী শ্রমিকদের এভাবে আটকে
রেখে নিগ্রহ কেন? উদ্বেগ প্রকাশ
করছে কলকাতা হাইকোর্টও। তবে
এ ব্যাপারে ওড়িশা সরকারের
প্রতিক্রিয়া এখনও স্পষ্ট নয়। প্রশ্ন
উঠছে- এটা কি নিছক নিরাপত্তা
সংক্রান্ত তল্লাশি, না কি ভাষার
ভিত্তিতে জাতিগত শিকার বেছে
নেওয়া? “বাংলার পরিযায়ী
শ্রমিকদের মনে দগদগে প্রশ্ন,
বাংলায় কথা বললেই কি বাংলাদেশি
হয়ে যেতে হয়?” এখন তাঁরা
ফিরেছেন। তবে যাঁরা এখনও
‘ভিতরে’, তাঁদের জন্য উদ্বেগ
বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে। ফিরে আসা
শ্রমিকদের একটিই আবেদন, “ওরা
যেন আর একটা দিনও সেখানে না
থাকে।”

২০২০ সালের ১৩ নথি যাচাই করবে পর্যদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাইঃ
২০২২ সালে প্রাথমিকের প্যানেল
থেকে বাদ পড়া চাকরিপ্রার্থীদের
অনেকের নথি যাচাই করার প্রক্রিয়া চলবে।
প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ এই নথি যাচাই
করবে। এনিয়ে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞপ্তি
জারি করা হয়েছে। কলকাতা
হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে এই নথি
যাচাই করা হবে বলে খবর। সুতরাং
খবর, সব মিলিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা
পর্ষদ ২০২১ জন চাকরিপ্রার্থীর নথি
যাচাই করবে। পর্যদের বিজ্ঞপ্তিতে

উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী ২২
জুলাই থেকে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত
নথি যাচাই করার প্রক্রিয়া চলবে।
রবিবার বাদ দিলে এই কাজ করা
হবে। যে যে নথিগুলি মূলত যাচাই
করা হবে তার মধ্যে অন্যতম হল,
সাটফিকিট, টেটের সাটফিকিট।
সব মিলিয়ে ১৩ রকমের নথি যাচাই
করা হবে। ২০১৭ সালের আগে
পর্যদ ২১২৪ জন চাকরিপ্রার্থীর নথি
যাচাই করবে। পর্যদের বিজ্ঞপ্তিতে

দেখা হবে। মূলত যে কারণে তাঁদের
চাকরিকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা
হয়েছিল তা হল তাদের ডিএলএর
কোর্সের চাকরির সাটফিকিট। মূলত
তাঁরা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ
ওপেন স্কুলিং থেকে ১৮মাসের
ডিএলএর কোর্স করেছিলেন।
এবপর তারা ২০২২ সালের
প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায়
বসেছিলেন। পরে সুপ্রিম কোর্ট
নির্দেশ দিয়েছিল এই ডিগ্রি বৈধ নয়।
এবপর আইনি লড়াই চলে।

বদলে যাচ্ছে
রাতের শেষ
মেট্রোর সময়ও,
১৪ তারিখ
থেকে বড় বদল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাইঃ
আগামী ১৪ জুলাই থেকে বদলে
যাচ্ছে মেট্রোর সময়। জোকা থেকে
মাঝেরহাটের মধ্যে যে মেট্রো
পরিষেবা রয়েছে অর্থাৎ পার্পল
লাইনের মেট্রোর সংখ্যা বাড়তে
চলছে। বর্তমানে ২৪ মিনিট অন্তর
মেট্রো চলে। এবার থেকে সেটা কমে
২১ মিনিট অন্তর মেট্রো চলাচল
করবে বলে জানানো হয়েছে।
বর্তমানে আপ এবং উডিন মিলিয়ে
মোট ৬২টি মেট্রো থেকে চলাচল
করে। ১৪ জুলাই থেকে সেটা
বাড়িয়ে ৭২টি রেক করা হচ্ছে
মাঝেরহাটের দিক থেকে সকাল ৭টা
৫৭ মিনিটে এবং জোকার দিক
থেকে সকাল ৮টা৭ দিনের প্রথম
মেট্রো ছাড়বে। এক্ষেত্রে সময়ের
কেনও বদল হচ্ছে না। আর শেষ
মেট্রো জোকা থেকে ছাড়বে রাত ৮টা
১৫ মিনিট নাগাদ। এতদিন পর্যন্ত
এই লাইনের শেষ মেট্রো ছাড়তে রাত
৮টা নাগাদ। মাঝেরহাট থেকে রাত
৮টা ১৫ মিনিট নাগাদ ছাড়বে। যা
এতদিন রাত ৮টা নাগাদ ছাড়ত।
তবে শনিবার এবং রবিবার পুরনো
নিয়ম অনুযায়ী মেট্রো বন্ধ থাকবে
এই পার্পল লাইনে। এদিকে, এই
পার্পল লাইনের সম্প্রসারণের কাজ
চলছে পুরোদমে। ওই লাইনেই
জোকা-এসপ্লানোড মেট্রো পরিষেবা
আপাতত মোট চারটি স্টেশন হবে
ভূগর্ভস্থ। পরে পঞ্চম স্টেশনও তৈরি
হবে। জোকা-এসপ্লানোড মেট্রো
করিডরে খিদিরপুর থেকে পিকটুট
পর্যন্ত টানেল তৈরির কাজের জন্য
টানেল বোরিং মেশিনটি ব্যবহার হবে।

দেড় কোটি
টাকা প্রতারণার
অভিযোগ,
গ্রেফতার
রজপাল সিং-এর
আপ্ত সহায়ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ জুলাইঃ
বিধান নগর গোয়েন্দা শাখার পুলিশ
১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা প্রতারণার
অভিযোগে গ্রেফতার প্রয়াত তৃণমূল
বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী রজপাল
সিংহের পিএ ধীরাজ সরকারকে।
পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের
নির্দেশ দিল বারাসত আদালত।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত
বুধবার বাণ্ডাইআটের বাসিন্দা ইন্ড্রজিৎ
সাহা ধানায় লিখিত অভিযোগ
দায়ের করেন, তাঁর কাছ থেকে ধাপে
ধাপে বিধান নগরের সেন্ট্রাল পার্কের
কাছে বাড়ি বিক্রি নামে ১ কোটি ৪৭
লক্ষ টাকা নেয়া। সরকারি টেন্ডার
পাইয়ে দেওয়ার নামেও প্রতারণা
করেন বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে
বাড়ি না পেয়ে টাকা চাইতে গেলে



বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে প্রাধান্যের
হুমকি দিতে থাকে। এমনটিই
অভিযোগ পরবর্তীতে বাণ্ডাইআট
ধানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের
করে। এরপরেই তদন্তভার গ্রহণ করে
বিধান নগর গোয়েন্দা শাখার পুলিশ।
শুক্রবার ভোর রাতে অশ্বিনী নগর
ফরয়ারভনের বাড়ি থেকে গ্রেফতার
করা। বারাসত আদালতে পেশ করা
হয়। ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের
নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারির ৩৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো হালিশহরে

মহন্ত দাশগুপ্ত : শ্রীশ্রীনিগমানন্দ চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারির ৩৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠিত হলো হালিশহরে।



চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির প্রতিষ্ঠা দিবসে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপক ডাক্তার শ্যামল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সুপারেনটেনডেন্ট শ্রীশ্রীনিগমানন্দ চ্যারিটেবিল অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার সন কুমার ঘোষ-বাঁকুড়া হাসপালী মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, সম্মানীয় অতিথি-হাস্যকপূরের ডেপুটি পুলিশ

উত্তরপাড়ায় অনডিউটি চালক ও খালাসি গাড়িতে মদ খেয়ে শুয়ে

বনম্পতি দে, উত্তরপাড়া, ১১ জুলাই : অন ডিউটি অবস্থায় মদ খেয়ে এমন কাণ্ড করায় দুজনকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। উত্তরপাড়া পুরসভা পরিচালিত মহামায়া শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রের শ্রববাহী গাড়ি রাতে শ্রীরামপুর গুয়ালস হাসপাতালে গিয়েছিল মৃতদেহ আনতে। সমগ্র হয়ে সেলোও সেই গাড়ি হাসপাতালে ফেরেনি। সামাজিক মাধ্যমে সেই শ্রববাহী গাড়ির ছবি ভাইরাল হয়।সেখানে দেখা যায়,গাড়ির চালক তার সিটে উপর হয়ে পরে আছেন।গাড়ির চাবি পুরসভার অহি কার্ড গাড়ির সিটে পরে। আর তার ফেলার যে ট্রেতে করে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সেই ট্রের মধ্যে শুয়ে আছেন।দুজনেই বেহুশ।ডাকলেও কোনো সাড়া নেই। এই ভিডিও ভাইরাল হতেই সর্বব হয়েছে বিবোধীরা। বাম বিজেপি এক যোগে পুরসভার এবং হাসপাতাল পরিচালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। চারিদিকে নানা রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে তারপরও হুশ নেই। যে অ্যাম্বুলেন্স চালায় শ্রববাহী গাড়ি চালায় তাড়ই যদি এভাবে নেশা করে বেধশ হয়ে পরে থাকে তাহলে কি হবে? বিজেপি নেতা পঞ্চজ রায় বলেন,এখন তো রাজ্য সরকার মদেই চলছে।আর উত্তরপাড়ার বিধায়ক সরকারি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসককে হুমকি দিচ্ছে। এই তো চলছে। মহামায়া শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রের ম্যানেজার সুমনা মহালানবিশ বলেন,আমরা বিষয়টা জানতে পেরেছি।আমাদের কাছে খুবই বেদনাদায়ক। কখনোই আশা করিনি। কালকে একজন মারা গিয়েছিল। শ্রীরামপুর গুয়ালস হাসপাতাল এ গিয়েছিল দেহ আনতে।তারপর সম্ভবত নশ্বানে গিয়েছিল। গাড়িটাকে ভিতরে না ঢুকিয়ে অন ডিউটি অবস্থায় ইউনিফর্ম পড়ে এ ধরনের কাণ্ড ঘটিয়েছে।আমরা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি দুজনকেই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।ওরা আজ থেকেই কাজে যোগ দিচ্ছে না।অনেকটা রাত হয়ে গিয়েছিল তখনো গাড়িটা ঢুকছে না তখনই জানতে পারলাম।অন ডিউটি অবস্থায় মদ্যপান করেছে।

এক নাবালিকাকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১১ জুলাই : এক নাবালিকার যৌন নিগ্রহের অশ্লীল ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগে উঠলো জয়নগরে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।আর নির্যাতিতার লোভ দেখিয়ে বাগানে নিয়ে গিয়ে যৌন নিগ্রহ করে এবং অশ্লীল ভিডিও তুলে সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল করে দেবার ভয় দেখিয়ে ওই নাবালিকাকে একাধিকবার ধর্ষণ করে।নির্যাতিতা ওই নাবালিকা, তার মাকে সব কথা খুলে বললে তার মা জয়নগর থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করে।আর অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার জয়নগর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।ধৃতকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারইপূর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ।এদিকে নির্যাতিতা নাবালিকার মেডিকেল পরীক্ষা করা হয় পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে।অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি তুললো নির্যাতিতার পরিবার।

২০২৬-এর বিধানসভা ও ২১শে জুলাই-এর শহীদ সমাবেশ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ১১ জুলাই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে ও ধর্মতলায় শহীদ ম্মরণে একুশে জুলাই উপলক্ষে শহীদ দিবসকে আরো বেশি সার্থক রূপ দিতে সোদপুর লোকসংস্কৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হলো তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তুতি সভা।

পানিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিবত্ব কর্মিল মোঘের অধিব্বানে অনুষ্ঠিত হয় প্রায় দুই হাজারের বেশি তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে প্রস্তুতি সভা। এই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী হাত্তা বসু, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পানিহাটি পৌরসভার পৌরপ্রধান সোমনাথ দে, উপ-পৌরপ্রধান সুভাষ চক্রবর্তী, রাজ্য তৃণমূল নেত্রী তন্ডা ঘোষ, সম্রাট চক্রবর্তী, তীর্থঙ্কর ঘোষ ও অন্যান্য সিআইসি এবং পৌরপিতা ও পৌরমাতাগণ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এদিনের প্রস্তুতি সভার আহ্বায়ক পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ মহাশয়।

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস



সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে দুই মেদিনীপুর, রাডগ্রাম, বাঁকুড়া, পুকুলিয়া, দুই ২৪ পরগনা জেলাতে। রবিবার থেকে ফের বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। আগামী সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দুই ২৪ পরগনা জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গের অন্য জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে ওই দিনে। এদিকে শনিবার পর্যন্ত উত্তরের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে। রবিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে।

কমিশনার গণেশ বিশ্বাস, এছাড়াও বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার এ.কে.সিং-(স্থিন স্পেশালিস্ট)-সমগ্র অনুষ্ঠান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন স্বামী বিমলানন্দ সরস্বতী মহারাজ-সম্পাদক শ্রীশ্রীনিগানন্দ চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি ও নিগমানন্দ মিশন হালিশহর। সমগ্র অনুষ্ঠান যার তত্ত্বাবধানে ও সক্রিয়তায় অনুষ্ঠিত হয় তিনি হলেন উক্তর স্বামী ব্রজেশ্বরানন্দ সরস্বতী মহারাজ-মোহন্ত ও পেসিডেন্ট - আসাম বঙ্গীয় স্বরস্বত মঠ এবং নিগমানন্দ মিশন হালিশহর। এই মহতী শ্রুত অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ডাক্তার শ্যামল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরয়াত সহ-ধর্মিনী কল্যাণী ব্যানার্জীর নামে শ্মারক-সম্মাননা প্রদান করা হয় চারটি নির্মানন্দ সমর্থক সংস্থাকে। প্রায় ১৪০০ থেকে ১৫০০ ধর্মপ্রাণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন এই ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে।

মহেশতলায় নার্স খুনে গ্রেফতার স্বামী



উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশতলা, জুলাই : মহেশতলায় নার্স খুনে গ্রেপ্তার স্বামী। ঠাণ্ডা মাথায় খুনের ছক, অনুমান পুলিশের। নাসিরের ফোনের কল লিস্ট ঘেঁটে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে পুলিশের হাতে। একা শেখ নাসির নাকি এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মহেশতলায় নার্সের রহস্যমতুর ঘটনায় গ্রেপ্তার স্বামী। বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি থাকায় গ্রেপ্তার করা হয় স্বামী শেখ নাসিরকে। গত ৫ জুলাই মহেশতলা পুরসভার ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ জগৎতলা এলাকা থেকে উদ্ধার হয় শিল্পী বিবি (৩৪) নামে ওই নার্সের দেহ। বাড়ির কাছেই গলিতে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ জানতে পেরেছে, ঠাণ্ডা মাথায় শিল্পীকে খুন করেন নাসির। নাসিরের ফোনের কল লিস্ট ঘেঁটে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে পুলিশের হাতে। একা শেখ নাসির নাকি এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, মহরমের রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন নাসির। তাঁর খোঁজে বেরিয়েই আর ফেরেননি শিল্পী। ভােরে বাড়ির কাছে একটি গলি থেকে নাসিরের দেহ উদ্ধার হয়। নাসির দাবি করিয়েছিলেন, তিনি গিয়ে দেখেন, স্ত্রীর গলায় ওড়না জড়ানো। তাকে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে উঠে আসে, শিল্পীকে খুন করা হয়েছে। এর পরেই দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তাঁর স্বামী ও এক প্রতিবেশীকে। শিল্পীর বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও কথা বলে পুলিশ। সূত্রের খবর, তদন্তে উঠে আসে, রাতে স্বামী না ফেরার চিহ্নিত হয়ে পড়েছিলেন শিল্পী। তাঁর কাছে একটি ফোনও আসে। ফোনের ওপর থেকে বেরোনো তিনি। রাত পেরিয়ে সকালে বাড়ির কাছে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় ওই নার্সের মৃতদেহ। সেই থেকেই স্থানারে ছিল স্বামীর ভূমিকা। জিজ্ঞাসাবাদে স্বামীর ব্যানে অঙ্গস্ফতি পাওয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু কোন নার্সের এই ঘটনা ঘটালেন, তা স্পষ্ট নয়। সম্প্রকের টানাপড়েন, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়ানোর মতো কোনও ঘটনা ঘটেছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মেট্রো বিব্রাট, ভোগান্তি যাত্রীদের

দুরন্ত বার্তা,কলকাতা, ১১ জুলাই : শুক্রবার সকালে ফের মেট্রো বিব্রাট। এা বার গ্রিন লাইন ১-এর যাত্রীদের ভোগান্তি হলো। সূত্রের খবর, এদিন সকাল ৭টা থেকে গ্রিন লাইন ১-এ আংশিক পরিষেবা পাওয়া গিয়েছে। শুধুমাত্র সন্টলেক সেক্টর ফাঁড়ি থেকে সল্টলেক স্টেডিয়ামের মধ্যে চলাচল করছিল মেট্রো। সকাল সকাল বহু যাত্রী শিয়ালদহ আসার জন্য মেট্রো পরিষেবার উপরে ভরসা করে থাকেন। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় তাদের। সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে পরিষেবা স্বাভাবিক হয় এবং শিয়ালদহ পর্যন্ত মেট্রো যাতায়াত করতে শুরু করে। কর্মব্যস্ত দিনে মেট্রোর এই সমস্যার জন্য ভোগান্তি পোহাতে হয় তাদের।

হুগলির তরুণীর থেকে ৪২ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই

প্রকাশ মন্ডল, হুগলি ১১ জুলাই : মেট্রমিনি সাইটে হাই প্রোফাইল ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে হুগলির তরুণীর থেকে ৪২ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার দুই। অধরা মূল অভিযুক্ত ধৃতদের মধ্যে অভিষেক রায় এর বাড়ি বাড়খণ্ডের দেওঘর এবং কোলাকতায় গড়িয়া এলাকায় একটি ফ্ল্যাট ও আছে তার। অন্যজন হারিহর আকাস বাড়ি হুগলির খানকুলে।মেট্রেমনি সাইটে হুগলিতে এই ধরনের প্রতারণা প্রথম বলে দাবি পুলিশের।এদিন হুগলি সাইবার ক্রাইম থানায় সাংবাদিক বৈঠক করেন হুগলি গ্রামীন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার।তিনি জানান গত ২৬ মে হুগলির সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এক তরুণী।মেট্রমিনিতে এক ব্যবসায়ীর



ওই তরুণী ও তার পরিবার। চলতি বছরের জানুয়ারী মাসে ওই ব্যবসায়ী তরুণী কে জানান ব্যবসায়িক সমস্যা দেখা দিয়েছে টাকার প্রয়োজন।এর পর ধাপে ধাপে মোট পাঁচটি একাউন্টে ৪৪ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় ওই প্রতারক।হুগলির সাইবার

২১ শে জুলাইকে সামনে রেখে ত্নমূল কংগ্রেসের প্রস্তুতি সভা হল জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১১ জুলাই : সামনে বিধানসভার নির্বাচন, আর তার আগে সামনে ২১ শে জুলাই শহীদ দিবস। আর সেই শহীদ দিবসকে সামনে রেখে বৃহস্পতিবার বিকালে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রস্তুতি সভা হয়ে গেল। জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক ও তৃনমূল নেতৃত্ব মতিভের মেথের যৌথ উদ্যোগে এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল,জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হাসানাবানু শেখ, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক,তৃনমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র ড খন্ডু দত্ত,তৃনমূল কংগ্রেসের এই টি সেলের সারারথ সম্পাদক নীলাঞ্জন দাস,এস টি এস সি সেলের দঃ২৪ পরননার জেলার সভাপতি বাপন নন্দর,মতিউর সৈখ সহ আরো অনেকে। এদিন সাংসদ প্রতিমা মন্ডল

বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার রাতের বেলায় ওয়াকাল বিল পাস



করিয়ে নিয়ে সংখ্যা লঘু মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছে।বিজেপি আজ পরিযায়ী শ্রমিকদের আটকে দিচ্ছে। ভোটাধিকার প্রয়োগ আটকাতে চেয়েছিলেন কিন্তু স্ত্রীম কোর্ট তা বাতিল করে দিয়েছে। আর এই সব কিছুর জন্য

গুপ্তচর সন্দেহে ভারতীয় নাগরিককে বেধড়ক মার, অভিযোগ বাংলাদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে

মিঠুন হালদার, ১১ জুলাই : গুপ্তচর সন্দেহে এবার ভারতীয় পাশপোর্টধারীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল বাংলাদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভালোবাসার টানে পাসপোর্ট করিয়ে সম্পূর্ণ বেধভাবে বাংলাদেশে পাড়ি দেয়। মুর্শিদাবাদের রাণীনগর থানার অন্তর্গত কলবিলতলার বাসিন্দার সোহেল আলি।গত শনিবার রাতে সোহেল বাংলাদেশের রংপুরের গ্রামগছ থানার সারাই উল্লাসপাড়া গ্রামে তার প্রেমিকার বাড়িতে যায়। কিন্তু সেখানে পৌঁছতেই স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে ভারতের গুপ্তচর সন্দেহে বেধড়ক মারধর করতে

শুরু করে। পরে তাকে

সেনাবাহিনীর হাতেও তুলে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার কাছে থাকা বৈধ নথিপত্র, মোবাইল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে।সে গুপ্তচর নয় নিশ্চিত হওয়ার পর তাকে সোমবার সকালে চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্তে ভারতীয় ইমিগ্রেশন অফিসে হস্তান্তর করা হয়। এরপর সোহেল ফিরে আসে ভারতে। কেবালায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত সোহেল বাংলাদেশ থেকে ফিরে রানীনগরে নিজের গ্রামে না গিয়ে সোজাসৃজি কেরালা চলে যায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি সমাজমাধ্যমে রংপুরের

বাসিন্দা সুমনার সঙ্গে পরিচয় হয় কলবিলতলার সোহেল আলির। তারপর ভালবাসার টানে বাড়িতে স্ত্রী ও সন্তান থাকা সত্ত্বেও সুমনার সঙ্গে দেখা করতে সে বৈধ পাসপোর্ট নিয়েই বাংলাদেশে প্রবেশ করিে। কিন্তু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উত্তেজনার আবহে তাকে ভারতীয় গুপ্তচর সন্দেহ করে স্থানীয় বাসিন্দারা বেধড়ক মারধর করে।এই বিষয়ে সোহেল বলেন, 'একটি জনপ্রিয় সমাজমাধ্যমে বাংলাদেশি সুমনার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তারই সূত্র ধরে আরও ২০ জনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তারা সবাই সমাজমাধ্যমে লাইভ করত এবং নতুন নতুন বন্ধু তৈরি করে।

একুশে জুলাই শহিদ সমাবেশ সফলে জোরকদমে দেওয়াল লিখন

দুরন্ত বার্তা, বিরাটী, ২১ শে জুলাই ধর্মতলা শহীদ সমাবেশ সফল করতে শুক্রবার সকালে উত্তর দমদম পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দের তত্ত্বাবধানে চলছে নিজ নিজ ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখন, কর্মীসভা, পথসভা এবং মিছিল। ইতিমধ্যেই ১১০ দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধান সম্মেলন জানান প্রতি বছরের

মতো এবছরও ঐতিহাসিক অমর

২১ শে জুলাই ধর্মতলা শহীদ সমাবেশ সফল করতে উত্তর দমদম পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দের তত্ত্বাবধানে চলছে নিজ নিজ ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখন, কর্মীসভা, পথসভা এবং মিছিল। ইতিমধ্যেই ১১০ দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান মন্ত্রী চন্দ্রিমা

মতিয়ার রহমান,উল্বেড়িয়া,১১ জুলাই : গত ইংরেজি ৬ ই জুলাই বাউড়িয়ায় মহরমের তাজিয়া মছিল কে কেন্দ্রে করে ঘটনায় বিজেপির মন্ডল সভাপতি সহ ৭ জন বিজেপি কর্মীকে বাউড়িয়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করে , এবং তাদের দোকান ভাঙুর ও লুটপাট হয় বলে অভিযোগ। এবং যারা এই ঘটনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আজ শুক্রবার হাওড়া জেলা গ্রামীণ বিজেপি কার্যালয়ে উল্বেড়িয়ার মনসাতলায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলমতো শুভেন্দু অধিকারী তাদের পরিবাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমস্ত রকম বিষয়ে খোঁজ খবর নিলেন এবং আইনগত ও অর্থনৈতিক সমস্ত ব্যাপারে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে আছে থাকছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে তিনি জানান। তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন ২০২৬এর নির্বাচন, তৃণমূলের বিসর্জন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতা প্রত্যাষ মন্ডল,অনুপম মল্লিক ,হাওড়া জেলা গ্রামীন বিজেপির সভাপতি দেবাশীষ সামন্ত প্রমুখ।

হাওড়ায় তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১১ জুলাই : আগামী ২১শে জুলাই ধর্মতলায় তৃন্মূল কংগ্রেসের শহীদ সমাবেশের সমর্থনে হাওড়ায় তৃন্মূল সংখ্যালঘু সেলের সভা অনুষ্ঠিত হলো। ৪৬৫৮ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের আয়োজনে বৃহস্পতিবার ওই জনসভার আয়োজন করা হয়। জনসভায় উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা সবার তৃন্মূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি শেখ গোলাম মোরশালিম (শিল্পী), হাওড়া জেলা হুগড়া জয়হিদ্দ মল্লিা কংগ্রেসের সভানেত্রী শিল্পী মুখার্জি, ৪৬৫৮ নম্বর ওয়ার্ড তৃন্মূল সংখ্যালঘু সেলের সভপতি শেখ শাহিদ। এদিনের সভ থেকে সাধারণ মানুষকে ২১শে জুলাইয়ের সমাবেশে যোগদান করার আহ্বান জানানো হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান করা হয়।

শ্রাবণী মেলায় জসিডিহ ও আরা-র মধ্যে মেমু স্পেশাল

কলকাতা, ১১ জুলাই : যাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড় কমাতে, রেলওয়ে শ্রাবণী মেলা চলাকালীন জসিডিহ ও আরা-র মধ্যে মেমু স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৩.০৭.২০২৫ থেকে ১০.০৮.২০২৫ (৫টি ট্রিপ) প্রতি রবিবার ০৬২৭০ আরা - জসিডিহ শ্রাবণী মেলা মেমু স্পেশাল আরা থেকে ০০,১৫ মিনিটে ছাড়বে। একই দিনে ১২,১০ টায় জসিডিহ পৌঁছাবে। একই সময়কালে ০৬২৬৯ জসিডিহ - আরা শ্রাবণী মেলা মেমু স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি রবিবার (৫টি ট্রিপ) এবং রাত ১২,৩০ টায় জসিডিহ থেকে ছেড়ে রাত ১১,৪৫ টায় আরা পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনটি জসিডিহ এবং কিউলের মধ্যে সমস্ত স্টেশনে থামবে। পূর্ব রেলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানা গিয়েছে।



দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ মন্দিরের আলিপুরদুয়ার শাখার প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গুরু পূর্ণিমা দিনে সারাদিনব্যাপী পূজা হোম বস্ত্র ও প্রসাদ বিতরণ ও ধর্ম সভার আয়োজন করা হয়েছে সর্বধর্ম সমন্বয় ও বিশ্ব ভাতৃত্বের উপর । উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উদয়ন গুহ, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক ও পাবলিক একাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যান সুমন কাক্সিলাল, ডঃ নির্মল মাথি ,ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই ও বিশিষ্ট সমাজসেবী পাণ্ডু বসু এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই বলেন অন্নদা ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আদ্যাপীঠ মন্দির আজ ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তার শাখা প্রশাখা তৈরি হয়েছে।আগামী দিনে ধর্মীয় ও সমাজসেবক মূলক কাজের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য মন্দিরের সংলগ্ন একটি বড় রাস্তার পাকা করার প্রস্তাব দেওয়া হয় মন্ত্রী উদয়ন গুহকে ,সে প্রস্তাব সম্মতি নেন তিনি আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে শেষ হবে এই রাস্তা এবং নিজের তরফ থেকে এক লক্ষ টাকা অনুদান করেন মন্দিরের উন্নতি কল্পে ।
ছবি সুল সাহা

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতে ট্রলার নিয়ে বন্দরে অপেক্ষায় হতাশ মৎস্যজীবীরা

কাকদ্বীপ, ১১জুলাই : উত্তাল গভীর সমুদ্র থেকে খালি হাতেই ফিরেছে বন্দরে এবং সাগরপাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একাধিক ট্রলার। এই মুহূর্তের এই ছবি সমুদ্র উপকূল অঞ্চলের। এখনও কাটছে না দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। ফলে এই বিপত্তি। কখনও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি খারাপ আবহাওয়ার জন্য গভীর সমুদ্র থেকে মৎস্যজীবীদের ফিরে আসার জন্য সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, নিজেদের জীবনের বুঁকি না নিয়ে গভীর সমুদ্র থেকে খালি হাতেই ফিরতে হচ্ছে তাদের - নামখানা, কাকদ্বীপ, রায়দিঘি পাথর প্রতিমা সহ সন্দ্বরণন এলাকার মৎস্যজীবীরা। উল্লেখ্য, গত ১৪জুন গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরার জন্য সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রতাহারের পর প্রথম দু একদিন নদীর রূপোলি শস্য তরাই ইলিশ মাছ আশ্রয়নরূপ পরিণমে মৎস্যজীবীদের জালে ঘরা পড়ে। মরশুমের শুরু থেকে ইলিশ পাওয়ার ফলে, মৎস্যজীবীরা ও ট্রলার মালিকরা লাভের মুখ দেখে। তাদের মুখে চাওড়া হাসি ফুটেছিল। বেশ কয়েকদিন পর থেকেই তা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় খারাপ আবহাওয়ার কারণেই।

আবেদনকারীর নামঃ শ্রী দেবময় রায় পিতাঃ মৃত বিজয় কুমার রায় অশোকনগর, পার্ক মোড়, শিবাজী লেন, পান্ডাপাড়া রোড, জলপাইগুড়ি দলিল নং- I 1273 Dt. 17.03.2010 ও ADSR JALPAIGURI আমোক্তারদাতাঃ গোলালশ্রী মন্ডল স্বামী - মৃত সানন্দ মন্ডল অশোকনগর, পান্ডাপাড়া রোড, জলপাইগুড়ি দলিল নং- 240, 932 of 2008 দলিল নং- 90, 1176, 1366, 1367 of 2009 মৌজা- খড়িয়া শিট 27(7) J.L. No.- ৮ পতিয়ান নং- 1214, 1215, 1216 PLOT No.- 1579 থানা - কাতোদলি জেলা- জলপাইগুড়ি উক্ত তরফদার মিউটেশনে কোনো আপত্তি থাকলে সদর BL & LRO অফিসে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। ঠিকানা- শ্রী দেবময় রায় পিতাঃ মৃত বিজয় কুমার রায় অশোকনগর, পার্ক মোড়, শিবাজী লেন, জলপাইগুড়ি, Ph:- 9832006028

THE PUBLIC TRUSTS REGISTRATION OFFICE, GREATER MUMBAI REGION, MUMBAI																	
Dharamdaya Ayukta Bhavan, 1st floor, Sasmira Building, Sasmira Road, Worli, Mumbai-400030																	
PUBLIC NOTICE OF INQUIRY																	
Change Report No. ACC-I/2609/2025 Filed By: Ms. Suman Didwania In the matter of Vedanta Foundation P.T.R. No. E-14045 (Mum)																	
To, All concerned having interest Whereas the reporting trustee of the above trust has filed a Change Report u/s 22 of the Maharashtra Public Trust Act, 1950 for bringing the below described property on the record of the above named trust and an inquiry is to be made by the Ld. Asst. Charity Commissioner-I, Greater Mumbai Region, Mumbai, viz 1) Whether this property is the property of the trust and could be registered in the trust name? Description of the property: The immovable properties mentioned herein below in the records of the Trust:- 1. All that piece and parcel of Niskar or rent free land or ground the Plot No.14 comprising an area of 5 Cottahs and 9 Chittacks be the same a little more or less with structure situated lying and being a demarcated portion of the said Premises No.33-A and 34 Shih Kristo Daw Lane, within the Municipal Corporation of Kolkatta, and bounded by: <table> <tr> <td>On or towards North :</td><td>Partly by 25' wide common passage and partly by premises No. 23,24 and 25 Miotl Lal Dasak Garden Lane, Kolkatta</td></tr> <tr> <td>On or towards East :</td><td>By the said Common Passage</td></tr> <tr> <td>On or towards South :</td><td>By the Plot No.13 formed out of the said Premises Nos.33A and 34 Shih Daw Lane Kolkatta</td></tr> <tr> <td>On or towards West :</td><td>By Premises Nos. 23, 24 & 25, Motilal Basak Garden Lane, Kolkatta and fully delineated in the Map or Plan annexed hereto and thereon shown within Red Border and marked as Plot No.14.</td></tr> </table> 2. All that piece and parcel of Niskar or rent free land or ground the Plot Nos.13 & 16 comprising an area of 5 Cottahs and 9 Chittacks be the same a little more or less with structure situated lying and being a demarcated portion of the said Premises No.33-A and 34 Shih Kristo Daw Lane, within the Municipal Corporation of Kolkatta, and bounded by: <table> <tr> <td>On or towards North :</td><td>By Plot No.14 formed out of the said premises No.33A and 34 Shih Kristo Daw Lane, Kolkatta</td></tr> <tr> <td>On or towards East :</td><td>By 25 ft. wide common passage</td></tr> <tr> <td>On or towards South :</td><td>By the Plot No. 12 formed out of the said Premises Nos.33A and 34 Shih Kristo Daw Lane Kolkatta</td></tr> <tr> <td>On or towards West :</td><td>Partly by the Premises Nos. 23, 24 and 25 Motilal Basak Garden Lane, Kolkatta and fully delineated in the Map or Plan annexed hereto and thereon shown within Red Border and marked as Plot No.13.</td></tr> </table> Estimated Value:- Rs.12,39,73,807/- (Rupees Twelve Crore Thirty Nine Lakhs Seventy Three Thousand Eight Hundred Seven only). This is to call upon you to submit your objections or any evidences if any, at the above office address within 30 days from the date of publication of this notice in written, if not received anything within given period, the inquiry would be completed and necessary orders will be passed. If no objections are received within the stipulated time, then further inquiry would be completed and necessary orders will be passed. Given under my hand and seal of the Hon'ble Joint Charity Commissioner, Greater Mumbai Region Mumbai. This 2nd day of July, 2025.	On or towards North :	Partly by 25' wide common passage and partly by premises No. 23,24 and 25 Miotl Lal Dasak Garden Lane, Kolkatta	On or towards East :	By the said Common Passage	On or towards South :	By the Plot No.13 formed out of the said Premises Nos.33A and 34 Shih Daw Lane Kolkatta	On or towards West :	By Premises Nos. 23, 24 & 25, Motilal Basak Garden Lane, Kolkatta and fully delineated in the Map or Plan annexed hereto and thereon shown within Red Border and marked as Plot No.14.	On or towards North :	By Plot No.14 formed out of the said premises No.33A and 34 Shih Kristo Daw Lane, Kolkatta	On or towards East :	By 25 ft. wide common passage	On or towards South :	By the Plot No. 12 formed out of the said Premises Nos.33A and 34 Shih Kristo Daw Lane Kolkatta	On or towards West :	Partly by the Premises Nos. 23, 24 and 25 Motilal Basak Garden Lane, Kolkatta and fully delineated in the Map or Plan annexed hereto and thereon shown within Red Border and marked as Plot No.13.	
On or towards North :	Partly by 25' wide common passage and partly by premises No. 23,24 and 25 Miotl Lal Dasak Garden Lane, Kolkatta																
On or towards East :	By the said Common Passage																
On or towards South :	By the Plot No.13 formed out of the said Premises Nos.33A and 34 Shih Daw Lane Kolkatta																
On or towards West :	By Premises Nos. 23, 24 & 25, Motilal Basak Garden Lane, Kolkatta and fully delineated in the Map or Plan annexed hereto and thereon shown within Red Border and marked as Plot No.14.																
On or towards North :	By Plot No.14 formed out of the said premises No.33A and 34 Shih Kristo Daw Lane, Kolkatta																
On or towards East :	By 25 ft. wide common passage																
On or towards South :	By the Plot No. 12 formed out of the said Premises Nos.33A and 34 Shih Kristo Daw Lane Kolkatta																
On or towards West :	Partly by the Premises Nos. 23, 24 and 25 Motilal Basak Garden Lane, Kolkatta and fully delineated in the Map or Plan annexed hereto and thereon shown within Red Border and marked as Plot No.13.																
 Seal	Sd/- Superintendent-J Public Trusts Registration office, Greater Mumbai Region, Mumbai.																

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দুরন্ত বাত্মা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-২২১, শনিবার, ২৭ আষাঢ় ১৪৩২

নাগরিকত্বের প্রমাণ কি শুধু নির্বাচনেই?

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে ঝড় উঠেছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি এবং সাংসদ সুকান্ত মজুমদার এক সভায় মন্তব্য করেন-নির্বাচনের সময়ই প্রমাণ হবে, কারা নাগরিক, আর কারা অনুপ্রবেশকারী। তেঁটির বক্তব্য নিঃসন্দেহে বহু প্রশ্নের জন্ম দেয়। কারণ, নাগরিকত্ব একটি সাংবিধানিক অধিকার, যার ভিত্তি তৈরি হয় জন্ম, বংশ, নথি কিংবা প্রাকৃতিকীকরণের মতো নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কিন্তু সেই বিষয়টিকে সরাসরি ভোটধিকার বা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত? একটি গণতান্ত্রিক দেশে ভোটধিকার হচ্ছে সেই মহাধা্য অধিকার, যা প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক বৈধ নাগরিককে প্রদান করা হয়। কিন্তু যদি সেই ভোটধিকারকেই নাগরিকত্ব প্রমাণের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়, তা হলে প্রশ্ন উঠে যায়-যাঁরা বিভিন্ন কারণে ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে পারেননি, তাঁরা কি নাগরিক নন? অথবা যাদের নামে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল হয়েছে বা নাম বাদ গিয়েছে, তাদের অস্তিত্ব কী শুধুই র‍্যটনির্ভর? সাম্প্রতিক অতীতে অসমের জাতীয় নাগরিক পঞ্জি নিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা থেকেই স্পষ্ট-নাগরিকত্ব একটি সংবেদনশীল ও জটিল বিষয়। এনআরসি তালিকা থেকে বাদ পড়েছিলেন বহু প্রান্তজন সেনা, শিক্ষক, বয়স্ক নারী, এমনকী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিজনও। পরবর্তীতে তাঁদের বারবার প্রমাণ করতে হয়েছে যে তাঁরা ভারতের নাগরিক। এমন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতার মুখে যদি এই ধরনের বক্তব্য শোনা যায় যে, ভোট দিলে নাগরিক, না হলে অনুপ্রবেশকারী, তাহলে তার মধ্যে এক ধরনের ভয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিজেপির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ভাষা অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে সময়স্য একটি মূল ইস্যু। বিশেষ করে বাংলাদেশের অভিবাসন প্রসঙ্গে দলটি ব্যবহার উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছে এবং এনআরসি বা সিএ-এর মতো নীতিমালাকে সামনে এনে একটি জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্ন তুলেলে। কিন্তু নাগরিকত্বের বিষয়টি যখন নির্বাচন ও ভোটদানের সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়া হয়, তখন তা বিভাজনের রাজনীতির দিকে মোড় নেয়। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকার একযোগে সুরক্ষিত থাকা উচিত-ধর্ম, ভাষা, জাতি কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শের উপেক্ষা গিয়ে। একজন ব্যক্তি যদি ভোট দেন, তিনি নাগরিক, আর যদি না দেন, তবে তিনি সংসদহতাজন-এই যুক্তি মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। আবার, এটা চেয়ে দেখার মতো যে, যাঁরা আদৌ ভোট দেন না-অর্থাৎ ভোটদানে অনাগ্রহী, তাঁরা কি তাহলে নাগরিকত্ব হারানো? এমন ধারণা সংবিধান বিরোধী এবং বিপজ্জনক। রাজনৈতিক দলগুলি অনেক সময়েই জনমঞ্চে শক্ত বার্তা দিতে চায়। কিন্তু সেই বার্তা যদি দেশের মৌলিক কাঠামোকে আঘাত করে, তবে তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য ব্যবহারযোগ্য নয়। বরং সমাজে বিভাজন ও সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করে। এই ধরনের বক্তব্য রাজনীতিকে ছোট করে, এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে এক অজানা আতঙ্ক ও বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ যুগ যুগ ধরে বাস করছেন। তাঁরা সকলেই এই রাজ্যের গঠন ও সংস্কৃতির অংশীদার। নাগরিকত্ব নিয়ে রাজনৈতিক দোলাচল এই ঠেক ও সম্প্রীতির পরিবেশে প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষত যখন ধর্ম ও ভাষার নিরিখে ‘আসল নাগরিক’ এই প্রশ্ন তোলা হয়, তখন তা গণতন্ত্রের মূলে আঘাত হানে। বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন এবং নির্বাচন কমিশনের মতো নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি নাগরিকত্ব ও ভোটধিকার নির্ধারণ করে আইন অনুযায়ী। রাজনৈতিক দলগুলির কাজ সেই আইন অনুসরণ করা; বা প্রয়োজনে গণতান্ত্রিক পথে নীতিগত পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখা। কিন্তু সরাসরি এমন ঘোষণা দেওয়া যে ভোটের সময়ই বোঝা যাবে কে নাগরিক, তা রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা ও আইনব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস ছড়ায়। এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন-নাগরিকত্ব কি একটি দল বা সরকারের দয়ার দান? নাকি সেই পেস্ট একটি নাগরিকের অধিকার, যা রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে বাধ্য? এই প্রশ্নের উত্তরই নির্ধারণ করবে ভারতের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ দিশা। তাই আজকের দিনে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, নাগরিকত্ব একটি আইনসিদ্ধ ও মানবিক অধিকার, যা নির্বাচন নয়, সংবিধানই নির্ধারণ করে। বিভাজনের নয়, সহতির পথেই হোক রাজনীতি, যেখানে নাগরিকরা ভয় নয়, আত্মবিশ্বাস নিয়ে রাষ্ট্রের অংশ হতে পারেন।

মশা মারবে মেশিন!

বিশেষ সংবাদদাতা : মশার দৌরাছো দেশের বহু রাজাই নাজেহাল, বিশেষত বর্ষার মরসুমে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুলিয়ার মতো রোগে আক্রান্ত হন হাজার হাজার মানুষ। তবে এবার মশা দমনে প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করে অভিনব উদ্যোগ নিল অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন শহরে চালু হচ্ছে AI প্রযুক্তি-চালিত ড্রোন, যা মশার বংশবিস্তার এলাকাগুলি চিহ্নিত করে সেখানে সরাসরি কীটনাশক ছড়াবে। এই ড্রোনে থাকবে উন্নত সেন্সর ও ক্যামেরা, যা জলাজলি, নদীমা বা আবজনার স্থপে জমে থাকা জল শনাক্ত করতে পারবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। ফলে ম্যানুয়াল সার্ভে বা ওয়ার্ড ওয়ার্ডে স্ট্রে প্রকার প্রথার তুলনায় বহু দ্রুত ও কার্যকর হবে এই ব্যবস্থা। এই উদ্যোগে শুধু সময় ও শ্রম সাশ্রয় করবে না, বরং নাগরিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে। অন্যান্য রাজ্যও যদি এ পথ অনুসরণ করে, তবে আগামী দিনে মশাবাহিত রোগ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। প্রযুক্তির এই মানবিক প্রয়োগ নিঃসন্দেহে আগামী দিনের জনস্বাস্থ্যের রূপরেখা বদলে দিতে চলেছে।

শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের বাণী

শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের বাণীসমূহ সহজ, গভীর এবং মানবজীবনের পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত হয়। তার জীবনদর্শন ছিল ঈশ্বরপ্রেম, মানবসেবা, এবং সত্যের উপর স্থিত থাকা। ঠাকুরের বাংলা বাণীসমূহ : ১। সত্যে দাঁড়াও, প্রেমে পাগল হও, জীবনে জাগো, মহত্বে লীন হও। ২। যাঁর জীবনে গতি নেই, লক্ষ্য নেই, তাঁকে মানুষ বলা যায় না। ৩। ঈশ্বরের পথ সহজ, সরল কুটিলতা দূর

করলেই তিনি ধরা দেন। ৪। মানুষকে ভালোবাসো, তাহলেই ঈশ্বরপ্রেম আপনিই জাগবে। জীবনকে ভালোবাসো, কারণ জীবনের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

৫। আপন কর্মই ধর্ম, এবং সেই ধর্মই ঈশ্বরের পথে নিয়ে যায়।

৬। যা সত্য, তা কখনও চাপা থাকে না-সে আপন আলোয় জ্বলবেই।

৭। নিজের কর্তব্যে অবিলম্ব থেকো, কারণ কর্তব্যই ঈশ্বরের আদেশ।

৮। মানুষকে আপন করে নাও, তাহলেই আশ্রিক উঠিত সম্ভব।

৯। ভক্তি মানে অন্ধ বিশ্বাস নয়, তা হচ্ছে সচেতনভাবে ঈশ্বরের প্রেমে আত্মসমর্পণ।

শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র ঠাকুর শুধু একজন আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক মানবপ্রেমিক চিন্তাবিদ, যার দর্শন আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তার বাণীগুলি মানুষকে জীবনের সঠিক দিশা খুঁজে পেতে সাহায্য করে। আপনি চাইলে, তাঁর জীবনী বা দর্শনের ওপর একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ বা কোটেশন সংগ্রহও তৈরি করে দিতে পারি।

জনসংখ্যা নয় বোঝা, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে ভাবনার দরজা খুলুক উন্নয়নের পথে। জনসংখ্যা দিবস যেন শুধুমাত্র একটি প্রতীকী দিবস না থেকে যায়। এটি হয়ে উঠুক একটি কার্যকর প্রতিশ্রুতি-মানবিক উন্নয়নের, স্বাস্থ্যসম্মত সমাজের, এবং একটি স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের। জনসংখ্যা হোক আমাদের সম্পদ, আমাদের শক্তি। আর তার ব্যবস্থাপনাই হোক আমাদের সুসংহত উন্নয়নের পথনির্দেশ।

বিশেষ প্রতিবেদন : বিশ্বের প্রতিটি জাতি আজ উন্নয়নের কথা বলছে। বলছে টেকসই ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু এই ভবিষ্যতের ভিত কোথায় গড়ে উঠছে? কোনও সমাজের উন্নয়ন কি কেবল অর্থনীতির উন্নতি দিয়ে মাপা যায়? নাকি তার পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার-সব মিলিয়েই গড়ে তোলে একটি দেশের প্রকৃত অগ্রগতি? এই প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটিই কেন্দ্রীয় সূত্র-জনসংখ্যা। বিশ্বে প্রতি বছর ১১ জুলাই পালিত হয় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস। এই দিনটি শুধু একটি তারিখ নয়, বরং সমাজে সচেতনতার আলো জ্বালানোর দিন। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিবারের আকার, প্রজনন স্বাস্থ্য, নারীর অধিকার, স্বাস্থ্যসম্মত মাতৃত্ব, শিশুদের পুষ্টি-এই সমস্ত কিছু জড়িয়ে রয়েছে এই দিবসের তাৎপর্যের সঙ্গে। ১৯৮৭ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৫০০ কোটিতে পৌঁছানোর সময় থেকেই এই বিষয়টি বিশ্বে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জনসংখ্যা কেবল একটি সংখ্যামাত্র নয়, এর সঙ্গে যুক্ত থাকে অজস্র সামাজিক, পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং মানবিক দিক। আর ঠিক সেই কারণেই ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ এই দিনটি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

উদ্দেশ্য একটাই-বিশ্ববাসীকে সচেতন করা, যেন তারা বুঝতে পারে যে জনসংখ্যা নিয়ে কেবল ভয় পাওয়ার কিছু নেই, কিন্তু তার দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনাই হতে পারে একটি দেশের অগ্রগতির চাবিকাঠি। ভারতের মতো জনবহুল দেশে এই দিনের তাৎপর্য আরও গভীর। জনসংখ্যা আমাদের শক্তি, আবার কোথাও কোথাও আমাদের সীমাবদ্ধতা। আমরা বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলির মধ্যে অন্যতম, এবং সম্প্রতি চিনকে ছাপিয়ে গিয়ে আমরা বিশ্বের প্রথম স্থানে পৌঁছে গিয়েছি। একদিকে তরুণ কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর বিশাল ভান্ডার, অন্যদিকে অপরিকল্পিত জমগ্রহণ ও সারার পিছিয়ে পড়া অংশগুলির জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে আজ আমাদের ভারতই হবে-আমাদের জনসংখ্যা কি আমাদের জন্য একটি বোঝা নাকি একে অনন্ত সম্ভাবনা? জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানেই সমস্যা-এই ধারা থেকে বেরিয়ে এসে এখন দরকার পরিকল্পিত পরিবার গঠনের প্রয়াস। Planned Parenthood বা সুপরিকল্পিত পরিবার, এই ধারণাটির মধ্যে রয়েছে একাধিক দিক। এটি কেবল জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বা গর্ভনিরোধক ব্যবহার নয়, এটি এক ধরনের সচেতন জীবনদর্শন যেখানে প্রত্যেক দম্পতি নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেন-কবে সন্তান নেনেন, কতজন নেনেন, সন্তান নেওয়ার আগে কেমন শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি নেনেন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রত্যেক নারীর হাতে থাকা উচিত। Planned Parenthood একটি নারীবান্ধব, মানবিক ও যুক্তিবাদী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতে এখনও বহু গ্রামে, বিশেষ করে দরিদ্র, শিক্ষাবঞ্চিত অঞ্চলে কিশোরীদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়। এরপর অল্প সময়ের মধ্যেই তারা মা হন, এবং স্বাভাবিকভাবেই পুষ্টিহীনতা, অসুস্থতা, সন্তান জন্মকালীন জটিলতা এবং প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মাঝেও ভারতীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্থিতিশীল যাত্রা

বিশেষ প্রতিবেদন : বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ক্রমাগত পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চয়তায় ভরা। একদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ, অন্যদিকে পশ্চিম এশিয়ার ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, আবার কখনো মার্কিন ফেডের সুদৃবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত, কখনো চীনের বাণিজ্য মন্দা-এই সব মিলিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির ওপর গভীর ছায়া ফেলেছে। এই পরিস্থিতিতে তে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এমন এক অস্থির ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি টিকতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তরে এখনো আশার আলোর দিশা আছে, কারণ ভারতের বাণিজ্যনীতি, বহুমুখী অংশীদারিত্ব, এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শক্তি আজ তাকে বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মাঝেও দাঁড় করিয়ে রেখেছে। অনেকখানি আত্মবিশ্বাসের জায়গা। সর্বপ্রথমে বলতে হয়, ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বহুদিন ধরেই একটি সন্তোষজনক অবস্থায় আছে। সাম্প্রতিক উদ্ভাবনশীল কৌশল অনুসরণ করে আসছে। শুধুমাত্র চিহ্নাচারিত আদানি ও রপ্তানি নির্ভর নয়, বরং ভারত তার অংশীদার দেশগুলোর সঙ্গে গভীর বাণিজ্যচুক্তি, দ্বিপাক্ষিক বিনিময়োগ ও পরিষেবা হস্তান্তরের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক স্থাপন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের জাপান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যে সব অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি হয়েছে, তা এখন এই অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় সহায়ক হচ্ছে।

তবে এই স্থিতিশীলতার প্রধান চালিকাশক্তি হলো ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতি এবং রফতানি বহুমুখীকরণ। কয়েক বছর আগেও যখন ভারতের রফতানি অনেকাংশেই টেক্সটাইল, হিরে বা কৃষিপণ্যের ওপর নির্ভর ছিল, আজ তা প্রযুক্তি, ফার্মাসিউটিক্যালস, ইলেকট্রনিক্স, এবং রিনিউয়েবল এনার্জির মতো খাতে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ভারত এখন আত্মনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। ‘ইন ইন্ডিয়া’, ‘ভারত অভিযান’, এবং ‘লিংকড ইনস্ট্যান্ডার্ট’ শ্লোগানগুলো এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্ব বাজারে চাহিদা যখন বেড়ে পড়ে, তখন দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা অর্থনীতিকে ধরে রাখার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভারত এখন বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিশীলিত এবং কৌশলগত হয়েছে। ভারতের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনাও এগিয়ে চলেছে। তাছাড়া সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ভারত তার অংশীদারিত্ব আরও গভীরতর করেছে। এই রকম চুক্তিগুলোর মাধ্যমে ভারত শুধু পণ্যের রপ্তানিই নয়, সেবাক্ষেত্র-বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তি, ফিনান্স, কনসালটেন্সি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-তেও নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছে। জিওপলিটিক্সের ক্ষেত্রে ভারতের কৌশলগত নিরপেক্ষতা এবং একই সঙ্গে সব পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার নীতি তাকে এক বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে এনেছে। যেমন, পশ্চিমা বিশ্ব যখন রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপাচ্ছে, তখন ভারত তার শক্তির চাহিদা মেটাতে রাশিয়ার সঙ্গে বিশেষ ছাড়ের মাধ্যমে যুক্তি করেছে। আবার একই সঙ্গে আমেরিকা, ইউরোপ, এবং জাপানের সঙ্গে ভারত তার

প্রতিদিন গড়ে যে ২০-২২ জন মহিলা মাতৃত্বকালীন কারণে প্রাণ হারান, তাদের অনেকেইই মৃত্যু পুরোপুরি প্রতিরোধযোগ্য। কারণ একটাই-পর্যাপ্ত চিকিৎসা এবং পরিবার পরিকল্পনার অভাব। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভারত সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই চিত্র বদলাতে চাইছে। ‘সুরক্ষা যোজনা’, ‘যোজনা’, ‘ইন্ডধন্য’, ‘পোষণ’ সহ একাধিক সরকারি উদ্যোগ রয়েছে যা মাতৃত্ব, শিশু পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু মাঠে বাস্তবায়নের চিত্র এখনও অসম্পূর্ণ। সচেতনতার অভাব, কুসংস্কার, সামাজিক ট্যাбу এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এই যাত্রার বড় প্রতিবন্ধক। পরিবার পরিকল্পনার দায়িত্ব যেন একতরফা হয়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার। কারণ একজন পুরুষের অংশগ্রহণ ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা কখনওই সফল হতে পারে না। জন্মনিয়ন্ত্রণ, যৌন শিক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা শুধুমাত্র মহিলাদের উপর চাপিয়ে দিলে তা সমাজে দীর্ঘস্থায়ী রূপ পাবে না। একটি বিষয় বুঝে নেওয়া জরুরি-পরিকল্পিত পরিবার মানেই কেবল সন্তান কম হওয়া নয়। বরং এর অর্থ, প্রতিটি সন্তান যেন ভালোভাবে বড় হতে পারে, স্বাস্থ্য পায, শিক্ষা পায় এবং একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে ওঠে। একটি বড় পরিবার যেখানে সন্তানদের চাহিদা অনুযায়ী পরিসেবা দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে সেই শিশুর ভবিষ্যৎ অনেকটাই অনিশ্চিত। ঠিক উল্টোদিকে, ছোট পরিবার মানেই যা যে ভালবাসার অভাব। বরং সেখানে ভালোবাসা হতে ও গভীর, কারণ প্রতিটি শিশুর পেছনে পরিবার সময়, শক্তি ও সম্পদ খরচ করতে পারে। শুধু পরিবার নয়, দেশের পরিকাঠামোও অনেকাংশে নির্ভর করে জনসংখ্যার উপরে। জনসংখ্যা যত বেশি, তত বেশি খাদ্য, জল, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, বাসস্থান, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। পরিকল্পনাহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর

প্রতিদিন গড়ে যে ২০-২২ জন মহিলা মাতৃত্বকালীন কারণে প্রাণ হারান, তাদের অনেকেইই মৃত্যু পুরোপুরি প্রতিরোধযোগ্য। কারণ একটাই-পর্যাপ্ত চিকিৎসা এবং পরিবার পরিকল্পনার অভাব। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভারত সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই চিত্র বদলাতে চাইছে। ‘সুরক্ষা যোজনা’, ‘যোজনা’, ‘ইন্ডধন্য’, ‘পোষণ’ সহ একাধিক সরকারি উদ্যোগ রয়েছে যা মাতৃত্ব, শিশু পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু মাঠে বাস্তবায়নের চিত্র এখনও অসম্পূর্ণ। সচেতনতার অভাব, কুসংস্কার, সামাজিক ট্যাбу এবং পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা এই যাত্রার বড় প্রতিবন্ধক। পরিবার পরিকল্পনার দায়িত্ব যেন একতরফা হয়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার। কারণ একজন পুরুষের অংশগ্রহণ ছাড়া পরিবার পরিকল্পনা কখনওই সফল হতে পারে না। জন্মনিয়ন্ত্রণ, যৌন শিক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা শুধুমাত্র মহিলাদের উপর চাপিয়ে দিলে তা সমাজে দীর্ঘস্থায়ী রূপ পাবে না। একটি বিষয় বুঝে নেওয়া জরুরি-পরিকল্পিত পরিবার মানেই কেবল সন্তান কম হওয়া নয়। বরং এর অর্থ, প্রতিটি সন্তান যেন ভালোভাবে বড় হতে পারে, স্বাস্থ্য পায, শিক্ষা পায় এবং একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে ওঠে। একটি বড় পরিবার যেখানে সন্তানদের চাহিদা অনুযায়ী পরিসেবা দেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে সেই শিশুর ভবিষ্যৎ অনেকটাই অনিশ্চিত। ঠিক উল্টোদিকে, ছোট পরিবার মানেই যা যে ভালবাসার অভাব। বরং সেখানে ভালোবাসা হতে ও গভীর, কারণ প্রতিটি শিশুর পেছনে পরিবার সময়, শক্তি ও সম্পদ খরচ করতে পারে। শুধু পরিবার নয়, দেশের পরিকাঠামোও অনেকাংশে নির্ভর করে জনসংখ্যার উপরে। জনসংখ্যা যত বেশি, তত বেশি খাদ্য, জল, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, বাসস্থান, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। পরিকল্পনাহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর

কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। ফলে, বিশ্ববাণিজ্যের ভারসাম্য যখন হঠাৎ ভেঙে পড়ে, ভারত তখন নতুন রফতানি বাজার এবং বিকল্প উৎস খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও, ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাঠামোর একটি শক্তিশালী স্তম্ভ হলো ডিজিটাল রূপান্তর এবং প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ। এখন ই-কমার্স, ই-এক্সপোর্ট এবং ডিজিটাল অর্থ প্রদানের মাধ্যমগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। একদিকে যেমন ছোট ব্যবসায়ীরা অনলাইনে বিদেশে পণ্য রফতানির সুযোগ পাচ্ছেন, তেমনি সরকারের জিএসটি, আইসিটি পরিকাঠামো এবং ডিজিটাল ইডিয়া কর্মসূচি ব্যবসায়িক গতিশীলতাকে সহজ করেছে। অবশ্য এই সাফল্য ধরে রাখার জন্য কিছু বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। ভারতের পোর্ট অবকাঠামো, লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা এবং আমদানি-রপ্তানি নীতিমালার আরও সংস্কার দরকার। তাছাড়া আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য উৎপাদনের গুণগতমান, মান নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। সরকারের উচিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর রপ্তানি বাড়াতে আরও বেশি উৎসাহ ও প্রণোদনা দেওয়া। একই সঙ্গে সব রাজ্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্টেকহোল্ডার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার, যাতে দেশব্যাপী একটি সম্মিলিত উন্নয়ন হয়। সবশেষে বলা যায়, বর্তমান বিশ্ব-অর্থনীতি যতই জটিল হোক না কেন, ভারত তার অভ্যন্তরীণ শক্তি, বহুপাক্ষিক কৌশল ও অর্থজাতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা যেমন চ্যালেঞ্জ, তেমনিই সুযোগও বটে। ভারতের জন্য এই সময় নিজেকে উন্নত ও পরিণত, লচকদার এবং গুড়বানী বাণিজ্যিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার মোক্ষম সময়। ভবিষ্যতের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও কৌশল নির্ধারণ করবে, এই অনিশ্চয়তার মাঝে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কতটা টিকে থাকবে এবং কতটা এগিয়ে যেতে পারবে। তবে এখানে পশ্চ মেটাতে ভারত এগিয়ে এসেছে, তাতে আশা জাগে-এই যাত্রা চলবেই।

ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে ভাবনার দরজা খুলুক উন্নয়নের পথে। জনসংখ্যা দিবস যেন শুধুমাত্র একটি প্রতীকী দিবস না থেকে যায়। এটি হয়ে উঠুক একটি কার্যকর প্রতিশ্রুতি-মানবিক উন্নয়নের, স্বাস্থ্যসম্মত সমাজের, এবং একটি স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের। জনসংখ্যা হোক আমাদের সম্পদ, আমাদের শক্তি। আর তার ব্যবস্থাপনাই হোক আমাদের সুসংহত উন্নয়নের পথনির্দেশ।

চাপ বাড়ে, নগরায়নের সময়স্য তৈরি হয়, বেকারত্ব বাড়ে, অপরাধের হার বেড়ে যায়। আজ যখন জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত বিপর্যয় আমাদের ভবিষ্যৎ হুমকির মুখে ফেলেছে, তখন এই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মানেই যেন কারও অধিকার খর্ব না হয়, এই বিষয়টি মাথায় রেখেই রাষ্ট্র ও সমাজকে এগাতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নারী শিক্ষার প্রসার। গবেষণায় দেখা গেছে, একজন শিক্ষিত মেয়ে তার পরিবার নিয়ে বেশি সচেতন, বেশি স্বাস্থ্যবান হয় এবং পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে তার অংশে সচেতন ভূমিকা গ্রহণ করেন। নারী শিক্ষার হার যত বাড়ে, জন্মহার তত নিয়ন্ত্রণে থাকবে, মাতৃত্বমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হারও তত হ্রাস পাবে। শিক্ষা এখানে একটি কার্যকর হাতিয়ার। স্কুলে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা, কিশোর-কিশোরীদের জন্য কাউন্সেলিং পরিষেবা এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গুলিতে তাদের প্রয়োজনীয় ও নিরাপদ সহায়তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এখানে মিডিয়ার ভূমিকাও কম নয়। সিনেমা, সিরিয়াল, বিজ্ঞাপন এবং সোশ্যাল মিডিয়া যদি পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং নারীস্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করে, তবে সাধারণ মানুষ তা সহজেই গ্রহণ করে। শুধুমাত্র তথ্য নয়, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনই এই সচেতনতা গড়ে তুলতে পারে। জনসংখ্যা ইস্যুতে ভয়ের পরিবেশ না তৈরি করে, বরং সকলের মধ্যে সহানুভূতিশীল, বৈজ্ঞানিক ও উন্নয়নমুখী মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তবে শুধুমাত্র রাষ্ট্র, প্রশাসন বা স্বাস্থ্যকর্মীদের নয়, এই দায়িত্ব আমাদের সকলের। পরিবার, সমাজ, স্থানীয় নেতা, শিক্ষাবিদ, ডাক্তার-সবাইকে মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ এই উন্নয়ন কোনও একা পথে হাটার যাত্রা নয়, এটি একটি সম্মিলিত প্রয়াস। জনসংখ্যাকে সময়স্য না চেয়ে যদি আমরা সম্ভাবনা হিসেবে দেখি, তাহলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির এক আমূল পরিবর্তন হবে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী, তরুণ প্রজন্ম যদি স্বাস্থ্য, সুশিক্ষা এবং দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়, তবে তারাই গড়ে তুলবে এক নতুন ভারত। আর এজন্যই দরকার আজ থেকেই Planned Parenthood-এর গুরুত্বকে কেন্দ্র করে সমাজে আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক নাগরিককে এই বিষয়ে সংবেদনশীল করে তোলা। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস যেন শুধুমাত্র মহিলাদের একটি দিবস না থেকে যায়। এটি হয়ে উঠুক একটি কার্যকর প্রতিশ্রুতি-মানবিক উন্নয়নের, স্বাস্থ্যসম্মত সমাজের, এবং একটি স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের। জনসংখ্যা হোক আমাদের সম্পদ, আমাদের শক্তি। আর তার ব্যবস্থাপনাই হোক আমাদের সুসংহত উন্নয়নের পথনির্দেশ। যখন প্রতিটি পরিবার পরিকল্পনার অধিকার লাভ করবে, যখন প্রতিটি মা নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে পারবেন, যখন প্রতিটি শিশু সঠিক পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পাবে, তখনই এই দিনটির প্রকৃত মর্যাদা পূর্ণ হবে। সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে যাক ভারত, এগিয়ে যাক বিশ্ব।

মাতৃত্ব এবং নারীস্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করে, তবে সাধারণ মানুষ তা সহজেই গ্রহণ করে। শুধুমাত্র তথ্য নয়, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনই এই সচেতনতা গড়ে তুলতে পারে। জনসংখ্যা ইস্যুতে ভয়ের পরিবেশ না তৈরি করে, বরং সকলের মধ্যে সহানুভূতিশীল, বৈজ্ঞানিক ও উন্নয়নমুখী মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তবে শুধুমাত্র রাষ্ট্র, প্রশাসন বা স্বাস্থ্যকর্মীদের নয়, এই দায়িত্ব আমাদের সকলের। পরিবার, সমাজ, স্থানীয় নেতা, শিক্ষাবিদ, ডাক্তার-সবাইকে মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। কারণ এই উন্নয়ন কোনও একা পথে হাটার যাত্রা নয়, এটি একটি সম্মিলিত প্রয়াস। জনসংখ্যাকে সময়স্য না চেয়ে যদি আমরা সম্ভাবনা হিসেবে দেখি, তাহলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির এক আমূল পরিবর্তন হবে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী, তরুণ প্রজন্ম যদি স্বাস্থ্য, সুশিক্ষা এবং দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়, তবে তারাই গড়ে তুলবে এক নতুন ভারত। আর এজন্যই দরকার আজ থেকেই Planned Parenthood-এর গুরুত্বকে কেন্দ্র করে সমাজে আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা, প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক নাগরিককে এই বিষয়ে সংবেদনশীল করে তোলা। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস যেন শুধুমাত্র মহিলাদের একটি দিবস না থেকে যায়। এটি হয়ে উঠুক একটি কার্যকর প্রতিশ্রুতি-মানবিক উন্নয়নের, স্বাস্থ্যসম্মত সমাজের, এবং একটি স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের। জনসংখ্যা হোক আমাদের সম্পদ, আমাদের শক্তি। আর তার ব্যবস্থাপনাই হোক আমাদের সুসংহত উন্নয়নের পথনির্দেশ। যখন প্রতিটি পরিবার পরিকল্পনার অধিকার লাভ করবে, যখন প্রতিটি মা নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে পারবেন, যখন প্রতিটি শিশু সঠিক পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পাবে, তখনই এই দিনটির প্রকৃত মর্যাদা পূর্ণ হবে। সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে যাক ভারত, এগিয়ে যাক বিশ্ব।

বিকল্প শিক্ষানীতির নির্মাণ ন্যায় ও অংশগ্রহণের সন্ধানে

বিশেষ সংবাদদাতা : কোভিড মহামারির আঁচে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যখন স্থবির-মস্তিস্তপাত অনুমোদনেই এনইপি ২০২০ পাল হলে, তাতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

সাধারণ মানুষের আন্তরিক অংশগ্রহণ ও রাজ্য-কেন্দ্র সমন্বয়ের অভাব শিক্ষানীতি প্রণয়ে সমাজের এক বৃহৎ অংশকে বহিরে রাখে-অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও রাজ্য সরকারসহ সকলেই ছিল সম্পৃক্ত নন। অথচ, শিক্ষা কোনো একক কেন্দ্রীয় নির্ধারণকেন্দ্র নয়, বরং রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি পরিচ্ছন্ন এবং স্বাধীনভাবে বোঝার ক্ষমতা রাখে। এতে শিক্ষাবস্তুর প্রতিটি স্তর, কেন্দ্রীয়-রাজ্য ব্যবস্থার কাঠামো, প্রারম্ভিক থেকে উচ্চশিক্ষা-সর্বই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই নীতি শুধু প্রথাগত নীতিনির্ধারণ নয়, বরং সমাজ-অংশগ্রহণ প্রথার একটি আসন্ন আত্মপরিস্কার। জাতীয় শিক্ষানীতি যেখানে জিডিপির ৬ শতাংশকে শিক্ষার জন্য বরাদ্দকরণ প্রস্তাব করে, কেন্দ্র সেই অঙ্কটিকেও পূরণ করতে পারেনি। অথচ, পিপিপি দাবি করে-কেন্দ্রের বাজেট শিক্ষার প্রাণ্য অর্থ অন্তত ১০ শতাংশ রাখতে হবে অর্থনীতির সামগ্রিক জিডিপির পেছনে নিশ্চিত হতে পারে শিক্ষার সার্বজনীনতা। এটি কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং সামাজিক সমতার সূচনা এবং প্রজন্মের ন্যায়সম্মত চাহিদার সুরক্ষা। তবে শুধু অর্থ বরাদ্দি নয়-কেন্দ্র-রাজ্য কাঠামোর সঠিক ভাগও গুরুত্বপূর্ণ। ৪২ মত সংবিধান সংশোধনী (১৯৭৬) শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকাভুক্তি দেওয়ার পরও, বর্তমান সময়ে তা কেন্দ্রের একাধিপত্যে প্রবৃত্ত হয়েছে। পিপিপি দাবি রাখে-শিক্ষাকে স্বচ্ছ ও শ্রোতৃধারা হিসেবে ফের রাজ্য তালিকাভুক্ত-এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে রাজ্য নিজ নিজ শিক্ষানীতি পরিচালনায় সক্ষম হয়। এর ফলে রাজ্যীয় দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা, ভূগোল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সাথে সলোপ তৈরি করা সহজ হবে। ঘনিষ্ঠতার আরেকটি অংশ

হলো প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্বীকৃতি ও উন্নয়ন। এনইপি যেখানে তিন বছরের প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে, বাস্তবে তার অপরতা চোখে পড়ার মত-অন্ধনওয়ারিতে সীমাবদ্ধতা ও বেসরকারি নার্সারি বৃদ্ধি বলে প্রমাণ করে যে জনসাধারণের অংশগ্রহণ হয়নি। পিপিপি সুপারিশ করে সরকারি স্কুলে দিয়ে, শুরু করা হোক এঁছিক দুই বছরের প্রাকপ্রাথমিক শিক্ষার সুপে্ষ। এক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকার আইনের আওতায় বয়সসীমা শুধু বাড়ে (০-১৭ বছর), তা নয়, মৌলিক স্কুল কক্ষের আন্তরিকতা ও

সামর্থ্যও শক্তিশালী হচ্ছে। শিক্ষা বিভাগে দলবদ্ধ পাশপোনার প্রকৃতি ফিরিয়ে আনার পরামর্শ, পিপিপি বুদ্ধিদীপ্তভাবে সিসেম্টার চালু করার সমালোচনা করেছে। বক্তৃতা যাচাই না হয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান-গভীরতা বোঝার গুরুত্ব তুলে ধরেছে। এর মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতীষ্ঠানকে প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে, শিক্ষার আনুষ্ঠানিক নয় বরং জ্ঞানভিত্তিক-মূল্যবোধবদ্ধ অর্জনের প্রতিচ্ছবি দেখাচ্ছে। আরও গুরুতর একটি সমালোচনা এনইপি-র গবেষণার কাঠামোর উপর। ‘রিসার্চ ফাউন্ডেশন’-এর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে গবেষণার বিষয়বস্তু ও অর্থনৈতিক অনুমোদন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজেই নিয়ন্ত্রক, পিপিপি তাতে রাজি নয়। শিক্ষায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ যখন বেড়ে যায়, তখন গবেষণা-নবীনতা মুক্ত থাকেনা। পিপিপি এখানে শিক্ষকের ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার জোরালোভাবে তুলে ধরে-একটি মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে এটি সম্পাদক। মৌলিকভাবে, এই সব অভি সন্ধি-বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ, কেন্দ্রীকরণ-শিক্ষার মাধ্যু ও বৃত্তিত্ত ধ্বংসের পথ প্রদর্শক। ‘জ্ঞান ব্যবস্থা’-র কেপিবাঁজি

নীতির নির্মাণে সকলের অংশ-সেটিই তার মূল প্রতিশ্রুতি। দেশের প্রান্তিক ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি, পিপিপি বুদ্ধিদীপ্তভাবে সিসেম্টার চালু করার সমালোচনা করেছে। বক্তৃতা যাচাই না হয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান-গভীরতা বোঝার গুরুত্ব তুলে ধরেছে। এর মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতীষ্ঠানকে প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে, শিক্ষার আনুষ্ঠানিক নয় বরং জ্ঞানভিত্তিক-মূল্যবোধবদ্ধ অর্জনের প্রতিচ্ছবি দেখাচ্ছে। আরও গুরুতর একটি সমালোচনা এনইপি-র গবেষণার কাঠামোর উপর। ‘রিসার্চ ফাউন্ডেশন’-এর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে গবেষণার বিষয়বস্তু ও অর্থনৈতিক অনুমোদন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজেই নিয়ন্ত্রক, পিপিপি তাতে রাজি নয়। শিক্ষায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ যখন বেড়ে যায়, তখন গবেষণা-নবীনতা মুক্ত থাকেনা। পিপিপি এখানে শিক্ষকের ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার জোরালোভাবে তুলে ধরে-একটি মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে এটি সম্পাদক। মৌলিকভাবে, এই সব অভি সন্ধি-বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ, কেন্দ্রীকরণ-শিক্ষার মাধ্যু ও বৃত্তিত্ত ধ্বংসের পথ প্রদর্শক। ‘জ্ঞান ব্যবস্থা’-র কে

নিম্নচাপের জেরে কিছু জায়গায় জলস্ফীতি, বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

দূরন্ত বার্তা, ইসলামাবাজার, ১১ জুলাই : শাল, কোপাই ও কুঁয়ে নদীর জল স্ফীতিতে বীরভূমের কিছু জায়গাই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলেও, আপাতত তা নিয়ন্ত্রণে। বীরভূম জেলা প্রশাসন সর্বদা সচেষ্ট। শাল নদীর জলে ইসলামাবাজারের কিছু জায়গা, কোপাই নদীর জলে বোলপুর কঞ্চালীতলায় জল ওঠে। যদিও তার জন্য দেবীকে অন্যত্র সরাতে হয়নি। বোলপুর বিডিও সতর্জিত বিশ্রাস জানান, এখনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। গতকাল হিংসে জলাধার থেকে ১০.০৮৮ কিউসেক জল ছাড়ার ফলে একটি জলস্ফীতি হয়েছিল। এখন সেটি কমে তিনহাজারে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনের নজর আছে। লাভপুরের চিবা অঞ্চলের জয়চন্দ্রপুর, হলিপুর, খাঁপুর, কান্দিকুলা, চতুর্ভূজপুরের অবস্থা খারাপ। জয়চন্দ্রপুরের বাসিন্দা

প্রধানমন্ত্রী ১২ জুলাই তারিখে রোজগার মেলায় মাথামুখে নবনিযুক্ত প্রার্থীদের সন্মোখন করবেন

মালিগাঁও, ১১ জুলাই : ভারত সরকারের দেশব্যাপী কর্মসংস্থান পদক্ষেপের অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১২ জুলাই ২০২৫ তারিখে তিনটি প্রধান স্থান গুয়াহাটি, ডিমাপুর এবং শিলিগুড়িতে রোজগার মেলায় আয়োজন করবে। অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে রেল মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে আয়োজিত রোজগার মেলায় উদ্দেশ্য বিভিন্ন সরকারি পদের জন্য নির্বাচিত নবনিযুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগপত্র বিতরণ ব্যবস্থা সহজতর করা। যুবসমাজকে ক্ষমতায়ন এবং বৃহৎ পরিসরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ১২ জুলাই সকাল প্রায় ১১.০০ টায় ডিডিও কনকারেসিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ এবং সংস্থায় নবনিযুক্ত ৫১,০০০ এরও অধিক যুবক - যুবতীদের মধ্যে নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন। এই উপলক্ষে, প্রধানমন্ত্রী নিযুক্তদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করবেন এবং তাদেরকে জাতিব উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে উৎসাহিত করবেন। রোজগার মেলা কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সরোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্ষিত পূরণের একেটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি যুবসমাজকে অর্থহীন সুযোগ প্রদান এবং জাতি গঠনে তাদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ

মৃত্যুকে হারালো ছোট তামালা

দূরন্ত বার্তা, ফরাক্কা, ১১ জুলাই : বাংলায় এক প্রাচীন প্রবাদ রয়েছে ‘রাখো হরি মারে কে’। আর সেই ঘটনাই মূল শুক্রবার সকালে সাতা হলে। নৌদুর্ভাগ্যবাদের ফরাক্কা থানার বেনিমাগ্রাম পঞ্চায়েতের কেন্দ্রীয় গ্রামের বাসিন্দা তামালা খাতুনদের সন্তান। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী বছর সাতেকের তামালা শুক্রবার পাথর ভর্তি একটি ট্রাক্টরের তলায় বেশ কিছুক্ষণ চাপা থাকার পরও অস্বীকৃতিবাদের রক্ষা পেয়েছে। তবে পাথরের চাপে ওই নাবালিকার ডান পা ভেঙে গেছে । বেনিমাগ্রাম হাসপাতালে চিকিৎসার পর ওই নাবালিকাকে উন্নততর চিকিৎসার জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দিয়েছেন ডাক্তাররা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এনটিপিসি পুলিশ ফাঁড়ি থেকে কেন্দ্রীয়া গ্রাম পর্যন্ত বাংলা এবং বাড়শুণ্ডের মধ্যে সংযোগকারী রাস্তার অবস্থা বেশ কিছুদিন ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। ওই রাস্তার পাশেই বাড়ি ছোট তামালা। শুক্রবার সকালে আরও দু’জনের সঙ্গে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দূত মাজছিল ওই নাবালিকা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সেই সময়ে বাড়শুণ্ড থেকে পাথর বোঝাই একটি ট্রাক্টর বাংলায় প্রবেশ করছিল। রাস্তায় বড় গর্ত থাকায় ট্রাক্টরটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং সমস্ত পাথর তামারার উপর গিয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা বলেন, তামালা বেশ কিছুক্ষণ পাথরের তলায় চাপা পড়েছিল। সকল মনে করেছিল দুর্ঘটনায় ওই নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বরাতজারে অস্বীকৃিক বে প্রাণে বেঁচে গেছে। দুর্ঘটনার পর গ্রামবাসীরা ট্রাক্টরটিকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে যায় এবং কোদাল-বেলচা দিয়ে পাথর সরানো শুরু করেন। মিনিট দশেকের মধ্যে সম্পূর্ণ পাথর সরিয়ে গ্রামবাসীরা ছোট তামামাকে পাথরের তলা থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই দুর্ঘটনার পর গ্রামবাসীরা দীর্ঘক্ষণ বাংলা-বাড়শুণ্ড সংযোগকারী রাস্তা অবরোধ করে রাখেন। চালক পলাতক। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, গ্রামের ওই রাস্তা দিয়ে প্রত্যেকদিন কয়েকশো পাথর, বালি, স্টেনে ডিপস, বোম্ভার, ফ্লাই আশ্র শর্তি ওভারলোডেড ডাম্পার, লরি এবং ট্রাক্টর যাতায়াত করে। তার ফলে গ্রামে রাস্তা বলে কিছুই নেই এবং দুর্ঘটনা স্থানীয় বাসিন্দাদের নিত্যসঙ্গী।

কল্যাণ ঘোষ জানান, চারিদিকে জলবন্ধ্যা অবস্থা। ইতিমধ্যেই কিছু মানুষ ত্রান শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। প্রশাসন যোগাযোগ রেখেছে। তবে এখনো পর্যন্ত নৌকার ব্যবস্থা হয়নি। এর ফলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে খুবই সমস্যা হচ্ছে। গতকাল এলাকার এক প্রসূতিকে দূরের করায় চাপিয়ে লাঙ্গল হটিা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়। তারপর সেখান থেকে বোলপুর সিয়ান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজকে প্রসূতির সন্তান হয়েছে। গুড়েরে করায় খুব বিপদজনক। যেকোনো সময় করায় জল ঢুকে ডুবিয়ে দিতে পারে। মানুষ অসহায়। গ্রামে পুরনো নৌকা অকেজো হয়ে গেছে। অন্যদিকে বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারছে না। পারেন গ্রাম জমনা বা কীর্ণাথারে স্কুল আছে। এখন সব বন্ধ। চাষবাসের অবস্থা ভালো না। এলাকার ৩০টি মৌজার ধানের বিচন নষ্ট হয়ে গেছে।

বন্যা নেমে গেলেও সেখানে চাষাবাদ করা যাবে না। যুধিষ্ঠির বাগদি জানান, সরকার থেকে একটা উঁচু জায়গা করে দিয়েছে সেখানে আমরা উঠে থাকি। গতবার বন্যায় খেতে পাইনি। এবার কি হবে জানিনা। আকাশ হলে জল উঠলে আমরা কি করবো? উল্লেখ্য, ইসলামাবাজারে সেতু সম্পূর্ণ জলের তলায় চলে গেলো। যার ফলে গোম্ভে ও ইসলামাবাজারে সঙ্গে যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যাতায়াতে ওপর নিযেঞ্জা জরি করা হয়েছে। কারণ খেতে গেল বহুকে তাতে যে কেননামুহুর্তে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে তার জন্যে যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণভাবে। একইভাবে, লাভপুরের চিবাাঞ্চলের জয়চন্দ্রপুর, হরিপুর, চতুর্ভূজপুর জলবন্দী। বেরোত পারাছো না গ্রামবাসীরা। নিম্নচাপের জেরে টনা

ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার গলসির যুবতী

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১১ জুলাই : পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসির পুরাতন চিট এলাকার বাসিন্দা ২২ বছরের এক যুবতী ভয়াবহ শারীরিক ও মৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। ৬ মার্চ গলসির বড়ডুয়া এলাকার একটি নর্দমার ধারে অচেনে অসহায় উদ্ধার করা হয় তাকে। সেই থেকে তিনি বর্ধমান মেডিকস্ক কলেজ ও হাসপাতালে ৪৪ দিন ধরে চিকিৎসাহীন। ঘটনার দিনই গলসি থানায় অভিযোগ দায়ের করে নির্বাহিতার পরিবার (মামলা নম্বরঃ ২৫৭ নং০২১)। অতিবৃত্ত শেষ শাফিন উদ্দিন-কে প্রথমে গ্রেপ্তার করেও পরে তিনি জামিনে মুক্তি পেয়ে যান। নির্বাহিতার পরিবার পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছে। এই ঘটনার জামিনে স্কেভ ছড়িয়ে পড়লে শুক্রবার নির্বাহিতার বাড়িতে পৌঁছায় জাতীয় মিলিা কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল। কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার বলেন, আমরা ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলেছি। তার বক্তব্য শুনেছি। অতিবৃত্ত যে আন্যয় করছে, তার যোগে শাস্তি হবে-সেটা আমরা নিশ্চিত করব। নির্বাহিতা জানিয়েছেন, পরিবারে অর্থিক অনটনের কারণে তিনি গলসির একটি দোকানে কাজ করতেন। ঘটনার দিন টিকিদের পর জল খাওয়ার সময় সেই জলে বিষাক্ত কিছু মেলানো হয় বলে তার দাবি। অসহ্যতা বোধ করলে দোকানের মালিক শেখ শাহিন উদ্দিন তাকে বাইকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নান করে মাপসই করেবর করে। তার অভিযোগ, প্রথমে তাকে বর্ধমান শহুরে একটি পার্কে নিয়ে গিয়ে জোর করে মদ ও গুন্ডু খাওয়ানো হয়, তারপর শারীরিক নির্যাতন করা হয়। একাধিক স্থানে-একটি বাথরুমের দোকান ও একটি হোটেল-নিয়ে গিয়ে তাকে বারবার ধর্ষণ করা হয়। মুখে সিগারেট গুঁজে দেওয়া হয়, নেওচর মারধর করা হয়। শেষে অচেনে অবস্থায় একটি জঙ্গলে ফেলে রাখা হয়। জ্ঞান ফিরে আসার পর কোনওভাবে নির্বাহিতাকে ফোন করে বরদ দেন তিনি। এরপরই পরিবারের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করা হয় এবং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় শোক ও ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে
 ই-অকশন আধারায়ক বিজ্ঞপ্তি
নং, সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লুএইচ/২০২৫ তারিখঃ ০৮.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনে অটোমেটেড টোলার মেশিন (এটিএম) স্থাপন ও পরিচালনার জন্য ৫ বছরের জন্য ডিটি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ এবং ই-অকশন লিঙ্কি মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট www.irops.gov.in দেখুন। অকশন ক্যাটাগল নংঃ এটিএম-এইচডব্লুএইচ-জুলাই-১১; শুক্র তারিখ এবং সময়ঃ ২৪.০৭.২০২৫ বেলা ১১.০০.০০; কন্ট নং., লন্ট নম্বর/ক্যাটাগরি, বিবরণ এবং শেপোন যথাক্রমে ১. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-পিটিএই-জিইএন-১১০-২৫-১(এটিএম-জেনারেল); পটুলি রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; পটুলি; ২. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-এসকেজি-জিইএন-১১৬-২৫-১ (এটিএম-জেনারেল); শক্তিগড় রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; শক্তিগড়; ৩. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-এইইজি-জিইএন-১১৪-২৫-১ (এটিএম-জেনারেল); মগরা রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; মগরা। ৪. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-জিইএইজি-জিইএন-১১১-২৫-১(এটিএম-জেনারেল); দইহাট রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; দইহাট; ৫. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-পিডিএ-জিইএন-৯৯-২৫-১ (এটিএম-জেনারেল); পাড়রা রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; পাড়রা। ৬. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-জিইএন-৭০-২৫-২ (এটিএম-জেনারেল); হাওড়া স্টেশনের ডিভার্সনাল ভবনের (কেন্দ্রাল অফিসের কাছে) নিকটে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; হাওড়া। ৭. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-পিকেক্সার-জিইএন-০৯৮-২৫-১ (এটিএম-জেনারেল); পাকুড় রেলওয়ে স্টেশনে পিথারএস কান্টিনার বিল্ডিংয়ের কাছে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; পাকুড়। ৮. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-নরকেএল-জিইএন-১১১-২৫-১(এটিএম-জেনারেল); নালিকুর রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; নালিকুর। ৯. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-জিইএইজি-জিইএন-১১২-২৫-১(এটিএম-জেনারেল); হালী রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; হালী। ১০. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-এমএলি-জিইএন-৯৭-২৫-১ (এটিএম-জেনারেল); আনামবাগা রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; আনামবাগা। ১১. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-জিয়ার-জিই-জিইএন-১১৩-২৫-১ (এটিএম-জেনারেল); গুড়াপ রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; গুড়াপ। ১২. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-এমওয়াইএম-জিইএন-১১৫-২৫-১ (এটিএম-জেনারেল); মেমারী রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; মেমারী। ১৩. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-ডিবিএ-জিইএন-১১৭-২৫-১(এটিএম-জেনারেল); দেবীপুর রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; দেবীপুর। ১৪. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-বিপিজিএম-জিইএন-১১৯-২৫-১(এটিএম-জেনারেল); বৌদিগা রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; বৌদিগা। ১৫. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-পিএনএল-জিইএন-১১২-২৫-১(এটিএম-জেনারেল); বরগোলা রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা;বরগোলা। ১৬. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-ইটিপিএল-জিইএন-১২০-২৫-১ (এটিএম-জেনারেল); হরিপাল রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; হরিপাল। ১৭. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-এইইউজি-জিইএন-১২০-২৫-১(এটিএম-জেনারেল); মানকুড় রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; মানকুড়। ১৮. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-জিআইটি-জিইএন-১০২-২৫-১(এটিএম-জেনারেল); জিরাট রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; জিরাট। ১৯. এটিএম-এইচডব্লুএইচ-পিএনএল-জিইএন-১১২-২৫-১(এটিএম-জেনারেল); পূর্বফুলী রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা; পূর্বফুলী। HW-186/2025-26 www.irops.gov.in

আমাদের অঙ্গুর্য করুন : ✉ @**EasternRailway** ✉ @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
 ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ২য় তল, ডিভারএম বিল্ডিং, কাইজগার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৪ (অকশন পরিচালনার্থীরা আধিকারিক) শিয়ালদহ ডিভিসনে পাকি লটেরে পরিচালনার জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটাগল www.irops.gov.in-তে প্রকাশিত হচ্ছে। অকশন ক্যাটাগল নংঃ পার্ক-জুলাই-২৫-০৪ ক্রমিক নং., লন্ট নং. এবং স্টেশনঃ এএ/১, পার্কিং-এসডিএইচ-বিএনজে-টিডব্লু-২৫-২৫-১, বনগাঁ জংশন। এএ/২, পার্কিং-এসডিএইচ-বিএনজে-টিডব্লু-১১০-২৫-১, বেলঘরিয়া। এএ/৩, পার্কিং-এসডিএইচ-বিপি-টিডব্লু-২-২৫-২, ব্যারাকপুর। এএ/৪, পার্কিং-এসডিএইচ-ডিবিএ-টিডব্লু-৭০২-২৫-১, দেবগাঁ। এএ/৫, পার্কিং-এসডিএইচ-ডিইউএমএ-টিডব্লু-৭০২-২৫-২, গুমা। এএ/৬, পার্কিং-এসডিএইচ-বিপিসি-টিডব্লু-১১০-২৪-১, বহমণপুর কোটা এএ/৭, পার্কিং-এসডিএইচ-কেওয়াইআই-টিডব্লু-১১৭-২৫-৩, কল্যাণী। এএ/৮, পার্কিং-এসডিএইচ-বিএকটি-টিডব্লু-১১৫-২৫-১, ভাবতা। এএ/৯, পার্কিং-এসডিএইচ-কেওয়াইএইচ-বিএকটি-টিডব্লু-২৪৩-২৫-১, কল্যাণী। অকশন শুক্রর তারিখঃ ১৮.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। অকশন ক্যাটাগল নংঃ পার্ক-জুলাই-২৫-০৫ ক্রমিক নং., লন্ট নং. এবং স্টেশনঃ এএ/১, পার্কিং-এসডিএইচ-সিজি-টিডব্লু-২৪১-২৫-১, কান্দি। এএ/২, পার্কিং-এসডিএইচ-বিজিএন-এডুজ-২৬০-২৩-১, বগুড়া। এএ/৩, পার্কিং-এসডিএইচ-ডিইউজি-টিডব্লু-২২৫-২৫-১১, সোদে। এএ/৪, পার্কিং-এসডিএইচ-এসপিএল-টিডব্লু-৩১১-২৪-১, আগরপাড়া। এএ/৫, পার্কিং-এসডিএইচ-বিটিওয়াই-টিডব্লু-২৮১-২৩-২, ইছাপুর। এবি/১, পার্কিং-এসডিএইচ-বিটিওয়াই-আডব্লু-২২৫-২৩-২, বেথুয়াডহরী। অকশন শুক্রর তারিখঃ ২১.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। অকশন ক্যাটাগল নংঃ পার্ক-জুলাই-২৫-০৬ ক্রমিক নং., লন্ট নং. এবং স্টেশনঃ এএ/১, পার্কিং-এসডিএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-৯৯-১৩-২, জগদল। এএ/২, পার্কিং-এসডিএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-১০৭-২৪-১, জগদল। এএ/৩, পার্কিং-এসডিএইচ-কেওয়াইআই-টিডব্লু-২৫০-২৫-১, কল্যাণী। এএ/৪, পার্কিং-এসডিএইচ-সিজি-টিডব্লু-৩৫৬-২৫-১, কান্দি। এএ/৫, পার্কিং-এসডিএইচ-বিপিজিএইচ-টিডব্লু-১০৯-২৫-১, জগদলা। এএ/৭, পার্কিং-এসডিএইচ-বিএলএইচ-টিডব্লু-২২২-২৫-১, লেঘঘরিয়া। এএ/৮, পার্কিং-এসডিএইচ-জেজিডিএল-টিডব্লু-১০৪-২৪-১, জগদলা। অকশন শুক্রর তারিখঃ ২৫.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। অকশন ক্যাটাগল নংঃ পার্ক-জুলাই-২৫-০৭ ক্রমিক নং., লন্ট নং. এবং স্টেশনঃ এএ/১, পার্কিং-এসডিএইচ-কেএলএনপি-টিডব্লু-১৮২-২৫-১, কালিনারায়ণপুর জংশন। এএ/২, পার্কিং-এসডিএইচ-বিইবি-টিডব্লু-৩৩৩-২৫-১, লেদাঘরিয়া। এএ/৩, পার্কিং-এসডিএইচ-বিপিজি-টিডব্লু-৩১৭-২৩-১, আগরপাড়া। অকশন শুক্রর তারিখঃ ২৫.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা। সম্ভাব্য বিস্ফোটার আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য আইআইআইপিএল ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুমতি করা হচ্ছে। SDAH-119/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.e.inidianrailways.gov.in www.irops.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অঙ্গুর্য করুন : ✉ @ EasternRailway ✉ @ easternrailwayheadquarter

পূর্ব বর্ধমানে শুরু ‘বাংলা মোদের গর্ব’ উৎসব



সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ জুলাই : শোভাযাত্রা, মেলা, এক্সপো ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ তিনদিনের ‘বাংলা মোদের গর্ব’ উৎসব শুরু হলো শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের কালনার পূর্বফুলী-১ ব্লকের শ্রীরামপুর ইউনিহিটেটে হাই স্কুল মাঠে। জেলা তথা ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাপতিত শ্যামা প্রসন্ন লোহার, জেলাশাসক অম্বেষা রানী এ., পুলিশ সুপার সায়ক দাস সহ জনপ্রতিনিধিরা। মেলায় রয়েছে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সযন্তর গোষ্ঠীর ১৫ টি স্টল, জেলার হস্তশিল্পীদের পসরা ও এক্সপো।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকছে লোকশিল্প

পথে, মানুষের সাথে প্রদর্শনী।

E-TENDER NOTICE
Online tenders are invited by the Belma Gram Panchayat for CONSTRUCTION OF PCC ROAD and COMMUNITY TOILET WITH BATHING GHAT. Tender ID/NIT No.:(1) WBPUR/BGP/P-I/NIIT(e)/1/25-26, dt-02/07/2025 (2) WBPUR/BGP/P-I/NIIT(e)-2/25-26 dt-02/07/2025 Bid Submission Last Date: 14.07.2025, 06.00 PM Website: www.wbtenders.gov.in For detailed Tender Document, Eligibility Criteria, EMD, and other terms & conditions, please visit the e-procurement portal www.wbtenders.gov.in . Corrigendum/Addendum, if any, will be published only on the website.
S/D Pradhan Belma Gram Panchayat

Office of the Block Development Officer Purbasthali-I Development Block SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN NOTICE INVITING e-TENDER
1. e-Tender Reference No-P/42/11/117/EO/SBM(G)/2025-26, Dated-08/07/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_875868_1 to 2 has been floated Installation of cage for plastic Waste Management at Dogachia Gram Panchayt. 2. e Tender Reference No-P/122/2178/ RIDF/XXXI/2025-26, Dated-09/07/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_876496_1 to 4 has been floated 4 nos. Construction ofAWC at Purbasthali-I Dev Block Fund RIDF (XXXI). 3. Tender Reference No-P/23/1134/EO/SBM(G)/2025-26, Dated-10/07/2025, has been floated 4 nos. Installation cage for Plastic Waste Management at Different place under Purbasthali-I, Purba Bardhaman fund SBM (G). Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.
Sd/-Block Development Officer/E.O. Purbasthali-I Development Block/P.S Srirampur, Purba Bardhaman

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, KMC invites e-tender online percentage bid system for the following works: (1) NIT No.: LTG/106/WD-15/BR-II/Z-I/25-26 Name of the work: Improvement of bustee lighting system at Kali Banerjee Lane Bustee, Sariatullah Lane Bustee in Ward No. 15, under BR-II. Estimated Amount: Rs. 1,97,894.35. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 20 days. (2) NIT No.: LTG/107/WD-16/BR-II/Z-I/25-26 Name of the work: Improvement of bustee lighting system at Iswarnali Lane Bustee, Sahitya Parisad Street Bustee and different places in Ward No. 16. Estimated Amount: Rs. 1,97,424.70. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 20 days. (3) NIT No.: LTG/108/WD-17/BR-II/Z-I/25-26 Name of the work: Improvement of bustee lighting system at Gulostagar Lane Bustee and different bustee in Ward No. 17. Estimated Amount: Rs. 1,98,376.42. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 20 days. Last Date and Time of Submission of Bid: 19.07.2025 (12 noon). [For Sl. No. 1 to 3]. The bid forms and other details are available on and from 08.07.2025 (12 noon). [For Sl. No. 1 to 3]. (4) NIT No.: LTG/195/INST/BR-II/Z-I/25-26 Name of the work: Annual comprehensive maintenance work for split type air-conditioning machines at BR-II office building and other institutions under BR-II, KMC. Estimated Amount: Rs. 2,00,098.17. Earnest Money: Rs. 4,010.00. Period of Completion: 365 days. Last Date and Time of Submission of Bid: 22.07.2025 at 5 p.m. The bid forms and other details are available on and from 11.07.2025 at 6 p.m. (5) NIT No.: LTG/194/WD-18/BR-II/Z-I/25-26 Name of the work: Improvement of lighting arrangement at Aurobinda Sarani Uttaran and other Uttaran in Ward No.18. Estimated Amount: Rs. 1,96,898.13. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 25 days. (6) NIT No.: LTG/195/WD-19/BR-II/Z-I/25-26 Name of the work: Improvement of lighting arrangement at Sasi Sur Uttaran and other Uttarans in Ward No. 19. Estimated Amount: Rs. 1,95,609.15. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 25 days. Last Date and Time of Submission of Bid: 22.07.2025 at 3 p.m. [For Sl.No. 5 & 6]. The bid forms and other details are available on and from 12.07.2025 at 3 p.m. (7) NIT No.: LTG/200/WD-29/BR-II/Z-I/25-26 Name of the work: Improvement of Uttaran lighting system at Harijan Uttaran and other Uttarans in Ward No. 29. Estimated Amount: Rs. 1,98,893.21. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 20 days. Last Date and Time of Submission of Bid: 22.07.2025 (1 p.m.). The bid forms and other details are available on and from 12.07.2025 (5 p.m.). The website https://etender.wb.nic.in and https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 7]. The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No.: LTG/104/44/V-I/Z-II/25-26 Name of the work: Improvement of lighting system at M.G. Road, Nil Madhab Sen Lane and other Uttaran areas in Ward No. 44. Estimated Amount: Rs. 2,48,044.00. Earnest Money: Rs. 5,000.00. Period of Completion: 10 days. Last Date and Time of Submission of Bid: 21.07.2025 up to 4 p.m. The bid forms and other details are available on and from 11.07.2025 at 6 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in (2) NIT No.: LTG/60/60/VI/Z-II/25-26 Name of the work: Supply and delivery of LED fittings at various places in Ward No. 60. Estimated Amount: Rs. 4,98,710.00. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of Completion: 15 days. (3) NIT No.: LTG/62/60/VI/Z-II/25-26 Name of the work: Improvement of lighting system at different Uttaran areas in Ward No. 60. Estimated Amount: Rs. 1,98,753.86. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 15 days. Last Date and Time of Submission of Bid: 22.07.2025 up to 4 p.m. [For Sl. No. 2 & 3]. The bid forms and other details are available on and from 12.07.2025 on 4 p.m. from the website https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 2 & 3]. (4) NIT No.: KMC/LTG/42/WD26/IV/ZII/25-26 Name of the work: Repairing of street lighting system at Beadon Square, Nanda Mullick Lane and other places in Ward No. 26 under BR-IV. Estimated Amount: Rs. 4,99,817.00. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of Completion: 20 days. (5) NIT No.: KMC/LTG/33/WD26/IV/ZII/25-26 Name of the work: Installation of lighting arrangement at Manna Day Park in Ward No. 26 under BR-IV, KMC. Estimated Amount: Rs. 1,79,789.00. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 20 days. Last Date and Time of Completion of Bid (online): 26.07.2025 up to 2 p.m. [For Sl. No. 4 & 5]. The bid forms and other details are available on and

ও নামী শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

শুক্রবার গান পরিবেশন করেন জোজো ও অমীত দাস। শনিবার থাকবেন রাধাব চট্টোপাধ্যায় ও দেলা গাঙ্গুলি এবং রবিবার থাকছেন শাস্ত্রত ভট্টাচার্য ও দেবশ্রী তরফদার। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে রয়েছে উন্নয়নের

শনিবার, ১২ জুলাই, ২০২৫। ৫

প্রশাসনের দাবি, এই আয়োজন জেলার সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যেই।

KHIRPAI MUNICIPALITY KHIRPAI,PASCHIM MEDINIPUR QUOTATION FOR- "Supplying of 5no satinless-steel water Tank with Trailer u n d e r K h i r p a i Municipality.eNIQ No:-WBMD/IL

চাষবাস

ভাৱী বৃষ্টি অমিল, অসময়ে বীজতলা
শুকিয়ে বিপাকে আমন ধানচাষিৱা

প্রথমে বর্ষাও পুষ্কে গোটা উত্তরবঙ্গ।
ভরা বর্ষাও একটানা ভারী বৃষ্টির
অভিলাষী সবেচনা তপাওয়ার পাঁদ
৩৫ ডিগ্রি থেকে ৩৭ ডিগ্রি
সেলসিয়াস। বিপাকো উত্তরের
কোলাহলবাহুর, আলিপুত্রজলা,
জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং প্রদেশ।
খানাবাধিরা। জলের অভাবে উঁচু
জমিতে খান চারা বুনতে পারছে না
ভারী। জন্মের মাঝামাঝি থেকে
বর্ষাকালীন বৃষ্টি বিদায় নিয়েছে
উত্তরে। মৌসুমী বায়ু শক্তি সহ্য
করে এবার তেমন সক্রিয় হচ্ছে
পারেনি বলেই জানা গিয়েছে।
পরিণতিতে আনাবৃষ্টির কপলে
পড়ছে পাহাড়-সমতল। স্থানীয় স্তরে
বর্ষগর্ভ মেঘ-মিতলার কারণে
বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি
বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি কমলেই প্রখর
রোশের জেজ জেজ শুকিয়ে যাচ্ছে।
এই পরিস্থিতিতে উত্তরের চার
জেলার আমন ধান চাষীদের চিন্তা
বাড়ছে। বীজনা শুকিয়ে যাচ্ছে।
চারা যুকি নিজে খানচারা বুনেছে।
তাদের জমিতে জল নেই। বিঘার পর
বিঘা জমি শুকিয়ে যাচ্ছে। উঁচু জমির
চাষ শুকিয়েছে আগেই। এখন নিচু
জমিতেও জন্মের টান ধরছে।
কৃষিকর্তারা বলছেন, ১০-১২
দিনের মধ্যে ভারী বর্ষণ না হলে
ফানের উপাদান নিচে নামবে। কিন্তু
কবে থেকে শুরু হবে ভারী বর্ষণ
শুরু হবে তা সঠিক জানা নেই। এই
বিষয়ে আবহাওয়া দপ্তর আশার
আগে দেখাতে পারেনি।

কৃষি দপ্তর জানাচ্ছে, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমায় ব্যাপক হারে আমন ধানের চাষ হয়।



ধান চাষের এলাকার পরিমাণ প্রায় ৫ লক্ষ হেক্টর। ভালো বৃষ্টি হলে বিধা প্রতি জমি থেকে ১৫ মন ধান মেলে। এক হেক্টর জমিতে উৎপাদন হয়েছে সাড়ে ৪ টন ধান। কিন্তু এবার ধান চাষের মরশুমের শুরু থেকে বিপত্তি ঘনিয়োগে। বর্ষা এবার অনেকটা আগে চুকেছে উত্তরে। শুরুতে অতিবর্ষণ হলেও পরে অনাবৃষ্টির জন্য জলের টান ধরেছে। ওই পরিস্থিতিতে কৃষকরা সময়মতো ধানের চারা রোপণ করতে পারছেন না।

আলিপুরদুয়ার জেলায় ১ লক্ষ ৩ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধানের চাষ হয়ে থাকে। জলের অভাবে এবার জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেও

এলাকা শিলিগুড়ি মহকুমায় প্রায় ১১ হাজার হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ হয়ে থাকে। সেখানেও একই পরিস্থিতি বলে জানা গিয়েছে।



জলপাইগুড়িতে আমন ধান চাষের এলাকা প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর। জেলার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের এক কর্তা জানান, বৃষ্টি ছাড়া পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিকল্প কোনও পথ নেই। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের উত্তর মাধবডাঙা গ্রামের চাষিরা বলেন, জলের অভাবে গ্রামের প্রত্যেকের ধানখেতের মাটি শুকিয়েছে। ধানচার হলুদ হচ্ছে। বৃষ্টি না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

উত্তর থেকে দিনে
তিনশো টন কাঁঠাল
পাড়ি ভিন রাজ্যে

কেবোরে এসি গাড়িতে উত্তরের
আধিপালা কাঠাল পানি দিচ্ছে
দিল্লি, মুম্বই। যাচ্ছে বিহার,
উত্তরপ্রদেশও। প্রতিদিন উত্তরের
বিভিন্ন হাট থেকে প্রায় তিনশে
টন কাঠাল দিনে রাজ্যে পাঠানো
হচ্ছে। ওই ফলকে ঘিরে বিভিন্ন
নিয়ন্ত্রিত পাইকারি বাজার
জন্মজমাট।

গ্রাম ও চা বাগান এলাকার
লোকজন গাড়ি বোঝাই করে
কাঠাল নিয়ে হাঞ্জির সেখানে। ডিড
করিয়ে বিবাহ, উত্তরপ্রদেশ
রাজ্যের ক্রোভারা। ওজনের পরে
কাগজে মুড়ে বিশেষ ভাবে প্যাকেট
করে গাড়িতে তোলো হচ্ছে
জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়েছে
ওই কাবার। চলে এপ্রিল মাস
পর্যন্ত। জুন থেকে যাচ্ছে আধপাকা
কাঠাল। এত পাইকারি ব্যবসায়ী
বলেন, এতদিন ধরে গারগা ছিল
কেবল বাঙালিরা কাঠাল পছন্দ
করে। গত তিন বছরে গ্রামের
পাল্টেছে দেশের বিভিন্ন
ভাঙাজন রসিদেবর কাছে ক্রমশঃ
কাঠালের কদর বেড়ে চলছে।
বিহারের শ্রমিক এলাকার ব্যবসায়ী
বিশালনাথ শর্মা বলেন, পরিবহন
খরচা ধরে খুচরা বাজারে ওই

A close-up photograph of a large pile of bright yellow lemons. One lemon in the foreground has a small green leaf attached to its stem. In the background, a person wearing a blue shirt is partially visible, and a blue market stall is also seen.

কাতাল ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা
কিছকিছ দামে বিক্রি হবে।
উদ্ভান পালন দপ্তর সূত্রে জানা
গিয়েছে, জগদীশগুপ্ত,
আলিপুরদুয়ার এবং শিলিগুড়ি
মহকুমায় প্রায় দু'হাজার হেক্টর
জমিতে 'অ্যাকুইকাল' পোলের
পরিবারভুক্ত কাতাল গাছ রয়েছে।
বিজ্ঞানের পাতায়
হেঁটোরোলহিলাস' নামে পরিচিত
উদ্ভিদ এক ধরনের বারিকি গাছ।
উৎপাদন প্রায় ৫ হাজার মেট্রিক
টন। শিলিগুড়ির উদ্ভান পালন
দপ্তরের এক কর্তা জানান, কিনা
রাজ্যে উত্তরের কাতালের চাহিদা
বেড়েছে। তবে বিদেশের বাজারে
এখনকার কাতাল যাচ্ছে, এমন
খবর তাদের কাছে নেই।
মালদাজার, নাগরাকাটা, মেটেলি,
কলনাবাড়ি থেকে এখানে প্রতিদিন
কাতাল আসছে। প্রচলিত যুবক
গ্রামে ঘুরে কাতাল কিনে পাঁকারি
বাজারে পৌঁছে দিয়ে রোজগারের
পথ খুঁজে নিয়েছেন। স্থানীয় এক
ব্যবসায়ী জানান, সন্ন্যাসগুড়ি
নিয়ন্ত্রিত বাজার, রোডহাট,
রাজহাট থেকে প্রতি সপ্তাহে
অন্ততঃ একশো টাক কাতাল কিনে
রাভাতা কাতাল হয়। জেলার
প্রখ্যাত নিয়ন্ত্রিত বাজার
ফাতিমাপুর থেকেও কাতালের গাড়ি
বিশিষ্ট পালক যাচ্ছে। কচি কচি
কাতালের কদর বেশি নেপাল,
বিহারের সিমান, দ্বারভাঙ্গা,
সীতামারি, পটনায়া, পাক
কাতালের চাহিদা বেশি দিল্লিতে।

পুজোর আগে ইরানে চা রপ্তানি সম্ভব নয়!
প্রবল ক্ষতিতে দুশ্চিন্তা ডুয়ার্সে চা বলয়ে

মধ্যপ্রাচ্যে আপাতত যুদ্ধবিবর্তি তাহি কোনও আশার আলো দেখছে না তাহি-ই বলায়। সেই উত্তৰ পক্ষেই হাৰণ চা বদায়। ইরান এবং সৰলগু উপসাগৰীয় দেশগুলিতে ভাৰতীয় চা পূৰণ এক তৃতীয়ৰ গুণানি হয়। সেখানে মূলত য়াৰ অৰ্ধডল চা। ইরান, ইজৰায়েলৰ মধ্যে সংঘাতৰ কাৰণে ইরানে চা রপ্তানিতে হ্ৰাসতাদেশ জরি হয়। অষ্টিকে য়াৰ দেহুতাৰে কোটি টকাৰও বেচি দামেৰ চা। সেই ক্ষতিৰ পৰিমাণ আৰও বাডহে বলেও খবৰ।

এগৰণ যুদ্ধবিবর্তি হলেও অৰ্থনৈতিক বিপত্তিৰ কাৰণে এখনও থাকে আছে বাণিজ্য। পূজোৰ আগে ইরানে চা রপ্তানি সৰু হৰে না বলেই মনে কৰহেন চা বণিকসভাৰ কৰ্ত্তাৰ। এদিকে বণিকৰাণি বাণিজ্য বন্ধ হওয়া উত্তৰবন্ধ এবং অসমেৰ চা শিল্প অৰ্থনৈতিক বিপত্তিৰ মুখে দায়েছে। তাৰ খাৰাপ প্রভাব আগামী পূজো বোনােসেও পাতে পাৰে বলেও বণিকসভাগুলোৰ দাবি।

কানফেডাৰেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্ৰিয়েজৰ ভাইস চেয়ামান সতীশ মিত্ৰকা বোলায়, ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধবিবর্তি হলেও পৰিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। এক্সপোর্ট অফিসতালো খোলেনি। এখনও ভাৰত থেকে ইরানে চা

পেণ্ডুনি সম্ভব হচ্ছে না। পুজোর আগে
পরিষ্কৃতি স্বাভাবিক হবে বলেও মনে
হচ্ছে না। এরপরও অর্থনৈতিক
বিপর্যয়ের কারণে দাম কতটা মিলবে,


সেটা নিয়েও সংশয় থেকে যাবে।
ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স
অ্যাসোসিয়েশনের ডুয়ার্স শাহার
সচিব রামঅবতার শর্মা জানান, মধ্য
প্রাচ্যের যুদ্ধের যে ভয়ঙ্কর প্রভাব
পড়েছে তরহি, ডুয়ার্স-সহ উত্তর-
পূর্বাঞ্চলের চা শিল্পে সেটা কটিতে
অনেক সময় লাগবে।
উত্তরবঙ্গ ও অসমের অর্ধডল্ল চায়ে
বিরাট বাজার রয়েছে ইরান ও সংলগ্ন
দেশগুলোতে চা সেখানে চা রপ্তানি

ভাষাবিক না হলে দাম স্থিতিশীল
জায়গায় আসবে না। চা
বণিকসভাগুলো সূত্রে জানা গিয়েছে
ভারতের অর্থদপ্তর চা ইরান ছাড়াও

আজারবাইজান, কাজাখস্তানে রপ্তানি
হয়। প্রায় ২৬২ মিলিয়ন কেজি চা
সেখানে যায়। ওই চায়ের বেশিরভাগ
উপাদান হয় অসমো। যুদ্ধের কারণে
ফার্স্ট ফ্লশের চা রপ্তানি
মারাত্মকভাবে মার পেয়েছে। জুলাই
মাস থেকে বর্ষার চা উৎপাদন শুরু
হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ হলেও চায়ের
বুকিং আসছে না। অর্থনৈতিক
বিপর্যয়ের কারণেই সেখানকার
ব্যবসায়ীরা চা কিনতে সাহস পাচ্ছে-

না বলে জানা গিয়েছে। চা
উপাদকরাও বুঝতে পারছেন না
পরিষ্কারি কবে স্বাভাবিক হবে
ইতিমধ্যে চা নিলাম কেন্দ্রগুলোতেও
মধ্যপ্রাচ্যে চা সরবরাহকারী সংস্থা
থাকায় চায়ের চাহিদা ও দাম দুটোই
কমিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে
অনেকেই অর্থডব্ব চা উৎপাদন বন্ধ
করে সিটিসি চা উৎপাদনে চলে
গিয়েছেন। কিন্তু সেটাতেও খুব
একটা লাভ হচ্ছে না।
কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান স্মল
টি প্রায়স আয়োজিয়েমের
সভাপতি বলেন, একা ইরান ২০
মিলিয়ন কেজির বেশি অর্থডব্ব চা
কিনে থাকে। যুদ্ধবিরতি হলেও
সেখানে চা রপ্তানি এখনও বন্ধ
আছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিনামবন্দরগুলো
এখন যথেষ্ট বুকিংপূর্ণ।
স্বাভাবিকভাবেই ইরান সংলগ্ন
দেশগুলোতেও চা রপ্তানি সন্তান
হচ্ছে না। আশা করা যাচ্ছে, পূজার
পরে কিছুটা চা রপ্তানি শুরু হতে
পারে। পোকোর জ্বালায় উত্তর
দিনাজপুর, বরাই এবং জলপাইগুড়ি
বিলাক কয়েক হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি
জোগাড় পড়েছে। কনফেডারেশন
অব ইন্ডিয়ান স্মল টি প্রায়স
আয়োজিয়েমের দাবি, ওই
পরিস্থিতিতে চা পাতা উৎপাদন প্রায়
৬০ শতাংশ কমতে পারে।

ভারত-সহ ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির উপরে ১০ শতাংশ শুল্ক চাপানো ট্রাম্প
শুল্কযুদ্ধে কানাডার উপর বড়সড় আঘাত হানলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

যোগাঙ্গিলি, ১১ জুলাই ঃ ফের ব্রিকস গোস্টিভুক্ত দেশগুলিকে ঃশিয়ার ট্রাম্পে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নোভেল ট্রাম্পে জানিয়ে ট্রাম্পে শিগগির ঃই দেশগুলির উপরে ১০ শতাংশ শুষ্ক চাপেতে চলছে ঃযোশিষ্টে। হোয়াইট হাউসে সর্ববাদ্যধর্মবলে সঙ্গু কথা বলার সময় ট্রাম্পকে বলে সেনা গিয়েছে, ব্রিকসে যারা রয়েছে তাদের শিগগির ১০ শতাংশ শুষ্ক চাপানো হবে। বুবারাই ট্রাম্পে জানিয়েছিলেন, মার্কিন স্বার্থের ক্ষেত্রে ব্রিকসকে তিনি শুধু 'বিশ্ব' বলে মনে করছেন তিনি। ঃবার সময় শিগগির শুষ্ক চাপানোর ঃশিয়ারিও দিলেন তিনি। বলে রাখা ভালো, ব্রিকস গোস্টির ভারত দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ভারতওগির ঃ ডি জেনেইরোতে ঃয়োজিত হয়েছিল ঃবারের গোস্টি সম্মেলন। ভারত হাড়া ঃই গোস্টিতে রয়েছে তাজিক, রাশিয়া, চিন, দক্ষিণ ঃফ্রিকা, মিশর, ঃথিওপিয়া, ঃরান ঃ সংযুক্ত আরব ঃমিরশিয়া। ঃহাড়া ঃ ছাটে নতুন সদস্য দেশও যোগে দিয়েছিল সম্মেলনে। ঃই পরিস্থিতিতে হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেনেট ব্রিকসের ঃউদেশ করা বার্তা দেন মঙ্গলবার। আর মঙ্গলবার ট্রাম্পে ১০ শতাংশ শুষ্ক চাপানোর



প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক আছে। যদি ওরা এই খেলাটাই বেলেতে চায়, আমিও সেই খেলাবেলেতে পারি। ওরা আসলে চাইছে ডলারকে গুরুত্বহীন করে অন্য কোনও দেশের মুদ্রাকে সেই জায়গাটা দিতে। কিন্তু আপনি স্মার্ট প্রেসিডেন্ট হলে সেই মান নষ্ট

হতে দেবেন না। আর আগের প্রেসিডেন্টের মতো বোকা হলে দেবেন। আর আপনি যদি বিশ্বজুড়ে ডলারের মান হারিয়ে ফেলেন সেটা বিশ্বযুদ্ধে হারার সামিল। আমরা সেটা হতে দিতে পারি না। প্রসঙ্গত,



মার্কিন ডলারই বিশ্ববাণিজ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত মুদ্রা। কিন্তু বহু দেশই বাণ্যবাহার অভিযোগ করেছে যে বিশ্ব অর্থনীতিতে আমেরিকার 'দাদাগিরিতে' তারা ক্লাস্ত। গত অক্টোবরে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আমেরিকাকে কাঁধডায় তুলে

ভিবেষণ জানিয়েছিলেন যে আমেরিকান ডলারে ‘অল্প’ হিসেবে প্রত্যাশার করে ‘বড় ভুল’ করছে। প্রত্যাশার থেকে ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারী দেতে দেখা গিয়েছে এই নিয়ে। ফের সেই আক্রমণাত্মক মেজাজেই পর ট্রাম্প ট্রাম্প শুল্ককে কানাদার উপর বড়সড় আঘাত হানলেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প বৃহস্পতিবার কার্নি প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন, কানাদাভিতার পণ্যের উপর ৩৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হবে। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই কানাদার সঙ্গে আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ব্যাপক অবনতি হয়েছে। শুল্ক চাপানো নিয়েও প্রচণ্ড বিরোধেই অবস্থান নিয়েছে ১৭ক্ষ। আগামী ১ আগস্ট থেকে একাধিক দেশের উপর নতুন করে শুল্ক চাপানো হচ্ছে আমেরিকা। হৈতালয়েই ২২টি দেশের কাছেও চাইতে গিয়েছে আমেরিকা প্রেসিডেন্ট র চিঠি। জাপান, মেক্সিকো, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশের পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো হয়েছে। আলজেরিয়া, লেবনন, ইরাক, লিবিয়া, মালদেভা, মালদা এবং ফিলিপিনোর উপরেও আঘাতে বড় হচ্ছে শুল্কবানো। সেই আঘাতে পজায় রেখেই আরও একদফা শুল্ক চাপানোর ঘোষণা করেন

পো। নিজস্ব সোশাল মিডিয়ায় ট্যাকটিক্যাল ট্রুথ সোশালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেভেন, 'গুরুত্বপূর্ণ' হিসেবে আমেরিকার স্বত্ব সংরক্ষণ সংযোগিতার পথ থেকে সরে আসছে কানাডা। তাই সেদেশের প্রেসে তার পুর ৩৫ শতাংশ শঙ্ক প্রকাশ্যে পানো হল। এর পালটা দিতে কানাডা কর বাড়াচ্ছে কানাডা, ততটাই র পাল্টা কানাডা আমেরিকাতে ট্রাণ্স কবাবেরে মতোই ট্রাণ্স স্পষ্ট নিয়মে দেন, জাতীয় সুরক্ষার কথা ভেবেই অবিরক্ত শঙ্ক চাপানো চাচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ১৪ মার্চ কানাডার প্রধানমন্ত্রী পথ শপথ করেছিলেন নার্স কারান। প্রথমে কেইকি ট্রাণ্ড শঙ্ক ট্রাণ্ডের বিরোধিতা করেছিল। তিনি। সাফল্যে আমেরিকার অনেকদিগের সমর্থক। সামরিক সহযোগিতার কারণে, অর্থনীতি-নাগা বিষয়ের দিক দিয়ে করে দুই দেশের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিন্তু সেই সম্পর্ক এখন মার্কিন। কারণ আগামী দিনে আমেরিকা কর কবাবে, সেটা নিয়ে পট ধারণা নেই। ফলে আগামী দিনে আমেরিকার উপর পাল্টা শঙ্ক প্রকাশ্যে কানাডা, রাখে এমন স্তব্ধনাও।

লোহিত সাগরে ফের রক্ত ঝরান হাউথরা,
মিসাইল হানায় ছারখার পণ্যবাহী জাহাজ

কো সপ্তাহে দ্বিতীয়বার। লোহিত
সংগরে ফের রক্ত ঝালাই ইয়েমেনের
সমস্ত হাউজি গোত্র। তাদের ছোড়া
মিসাইল ছাড়াখার হয়ে গেলো
লাইবেরিয়ায় পতাকা লাগানো প্রি
পগবাহী জাহাজ 'সি'। ঘটনায় মৃত্যু
হয়েছে অস্ত্র চারজন নাবিকের
নির্ধোজ ১৫ জন। লোহিত সাগরের
বুক ডুবে যাওয়া জাহাজটির ভিডিও
ভিরালা হয়েছে নেটদুনিয়ায়
ত্রিটনের বাণিজ্যিক জাহাজ
চলানোয়ের উপর নজরদারি সন্তু
ইউনাইটেড কিংডম বেরিটাইন ট্র
অপারেশনস (ইউকেএমটিও
জানিয়েছে, বুধবার লোহিত সাগরে
উপর দিয়ে সুয়েজ খালের উদ্দেশে
রওনা দিয়েছিল 'ইটারনিটি সি'। কি
মাঝপথেই পগবাহী জাহাজটিকে
খাবের ধরে সন্তু কয়েকটি হাউজি
লৌক। এরপরই সেটি লক্ষ্য করে প
পর রকেট হামলা চালানো হয়
মিসাইলে ছরাখার হয়ে লোহিত
সাগরে তলিয়ে যায় 'ইটারনিটি সি'
আমেরিকার দায়, জাহাজটির অনেক
'কু'কে পগবন্দি করেছে হাউথিরা
অবিলম্বে তাদের মুক্তি দিয়েছে
রিবার রাতেও ইয়েমেনের হাউজি
নিয়ন্ত্রিত বন্দর শহর আল হদায়েদের
দক্ষিণ-পশ্চিমে হামলা চালায় সমস্ত
বাহিনী। সোমবার শেষ দফার হামলায়
হাউথিদের বেশ কয়েক বোম্বার
কয়েকটি ড্রোনবোট আঘাত করে দু

পণ্যবাহী জাহাজে। যার মধ্যে
উল্লেখযোগ্য হল লাইবেরিয়া
পণ্যবাহী জাহাজ ‘ম্যাজিক সিড’
লোহিত সাগরের উপরেই দাউ দাঁ
করে ঝুলতে থাকে জাহাজটি। প



সেটি তলিয়ে যায়।
উল্লেখ্য, ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধের মাঝে প্যালেস্টাইনের পক্ষ নিয়ে লোহিত সাগরে আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে সন্ত্রাস শুরু করে ইরানের মদতপুষ্ট সশস্ত্র সংগঠন হাউথি। ২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে লোহিত সাগরে হামলা তীব্র করেছে হাউথিরা। ইয়েমেনের সশস্ত্র সংগঠনরা এই দৌরাত্ম্যের কড় নিন্দা জানায় বিশ্ব। যদিও তাতে

বিন্দুমাত্র থামেনি হাউথি গোষ্ঠী
একের পর এক হামলার জেরে
বাণিজ্যিক জাহাজগুলি তাদের
গতিপথ পরিবর্তন করে অন্য পথে
যাতায়াত শুরু করে। এই অবস্থায়



কোয়াড গোল্টি একজোট হয়ে ওঠে। অঞ্চলের সমুদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নেয়। আমেরিকা-সহ একাধিক দেশ লোহিত সাগরে পাঠায় তাদের যুদ্ধ জাহাজ। মার্কিন হানাবা গুঁড়িয়ে গিয়েছে একাধিক হাউটিং জাহাজও। কিন্তু তা-ও দমনে নিইয়েমেনের সশস্ত্র সংগঠনটি। তার জানিয়েছে, যতদিন না গাজার ইজরায়েলি ফৌজ হামলা বন্ধ করবে ততদিন এই আক্রমণ চলবে।

প্রধানমন্ত্রী ৫১,০০০-এরও বেশি
নিয়োগপত্র বিতরণ করবেন



নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১১ জুলাই তারিখে সকাল ১১ টার দিকে ডিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও সংস্থায় যুবক যুবতীর নিয়োগপ্রাপ্ত বিতরণ করেছিলেন। এই উপলক্ষে তিনি নিয়োগপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে ভাষণও দেননি। রাজ্যের মেলা হল কর্মসংস্থান সৌজিকের সর্বোচ্চ আগ্রাণিকার দেওয়ার প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের মেলা যুবসমাজকে তাদের হৃদয়ের জন্য অগ্রণু সুযোগ প্রদান করে রাজ্যের মেলার মাধ্যমে এজন্য জুড়ে কার্য হবে। ১৬ টম রাজ্যের ত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গলাছে। সারা দেশ থেকে নির্বাচিত পরীক্ষিত মন্ত্রণালয়, ডাক বিভাগ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান গলাছে যোগদান করেবেন।

প্রতিশ্রুতি পূরণের এক পদক্ষেপ। ক্ষমতায়ন এবং জাতি গঠনে অর্থগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দেশ পর্যন্ত ১০ লক্ষেরও বেশি নিয়োগপ মেলা সারা দেশে ৪৭টি স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞ জুড়ে এই নিয়োগ পদক্ষেপে নতুন নিয়োগপ্রাপ্তরা রোপণ মন্ত্রণালয় ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য বিভাগ এবং

মেট্রো সোমবার থেকে পার্পল
লাইনে ৭২টি পরিষেবা চালু করবে



তা, ১১ জুলাইঃ মেট্রো ব্যাটারি
লব্ধ। জোকা এবং মালয়েরহাট বন্দে
খলারি মেট্রো পরিষেবা আবারও মুক্তি
ব্যাটারিদের চাহিদা মেটতে, মেট্রো
য়ে কর্তৃপক্ষ ১৪.০৭.২০২৫
হাট) থেকে জোকা এবং মালয়েরহাট
মেট্রো পরিষেবা এবং পরিষেবার সময়
প্রান্তে মেট্রো ৭২টি পরিষেবা (৬৩টি
তে (২৪ মিনিটে পরিবর্তে) ব্যবধান
ন প্রতিনিয়ত সোমবার থেকে শুক্রবার
১১টি ডিএন) পরিচালিত হচ্ছে। এই
০২.১৭ এর পরিবর্তে ০৭.৫৭
ব্যাটারি শরিবার ও রবিবার কোনও
জরুরীতা থেকেঃ ০৭.৫৭ এ কোনও
০ এ (কোনও পরিবর্তন নেই) শেষ
০.০০ এর পরিবর্তে)মাজেরহাট থেকে

মেট্রো স্টেশনের মধ্যে পার্পল লাইনে বৃদ্ধি করতে চলেছে। ছাই দিন থেকে ইউপি ৩৬টি ডিএন প্রতি ২১ মি. পর্যন্ত চালাতি হবে। বর্তমানে, পার্পল রং পথ ৩৬টি পরিষেবা (৩৬টি ইউপি করিডোরে পরিষেবার সময় ০৭.৫৫ থেকে ২০.৩২ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। পরিষেবা থাকবে ন্যূনতম পরিষেবা পরিবর্তন নৌ)জোকা থেকে ০৮ পরিষেবা নৌ থেকে ২০.১৫ এ ২০.১৫ এ (২০.০০ এর পরিবর্তে

রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী পোস্ট হাথরাস সিটির পরিদর্শক শ্রী রঞ্জিত ২৭ জুন থেকে ৬ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামার বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপণ গেমস-২০২৫-এ ৫০-৫৪ বছর বয়সী অ্যাথলেটেঞ্জ ১০০ মিটার এবং ৪০০ মিটার বাধা দৌড়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক শ্রীমতী সৌম্য মাধুর এবং মহাপরিদর্শক-সহ-প্রধান প্রধান নিরাপত্তা কমিশনার রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী শ্রী তারিক আহমেদ এই কৃতিত্বের জন্য পরিদর্শক শ্রী রঞ্জিতকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ভি-গার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এয়ার উইজ সিরিজ লঞ্চ করেছে

কলকাতা, ১১ জুলাইঃ ভারতের শীর্ষস্থানীয় কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স এবং ইলেকট্রনিক্যাল ব্র্যান্ড, ভি-গার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এয়ার উইজ সিরিজ লঞ্চ করেছে, যা ভারতীয় বাড়িতে আরাম, সুবিধা এবং স্টাইল আঁত করার জন্য ডিজাইন করা শক্তিশালী বিএলডিসি সিরিজ ফ্যানের একটি অত্যধুনিক রেঞ্জ। এই লাইনআপে চারটি মডেল রয়েছে, যার উইজ লাইট, এয়ার উইজ প্রাইম, এয়ার উইজ প্রাস এবং এয়ারউইজ এন। এই প্রতিটি মডেলে বিভিন্ন জীবনযাত্রার চাহিদা পূরণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। শক্তিশালী কর্মক্ষমতা এবং মসৃণ নান্দনিকতার সমন্বয়ে, এয়ার উইজ ফ্যানগুলি মাত্র ৩৫ ওয়াট শক্তি খরচ করে একটি শক্তিশালী মোটর দ্বারা চালিত ৬৭০ আরপিএমের সর্বোচ্চ গতি প্রদান করে, যা শক্তি দক্ষতা এবং উচ্চ-গতির বায়ুপ্রবাহ প্রদান করে। সর্বশেষ রেঞ্জ রয়েছে একটি উন্নত থ্রুলো-প্রতিরোধী আবরণ যা ধূসর কালো ক্যান্টো পেরিলাস হার্ডসে সজ্জিত করে।

ঝাড়খণ্ডে পরপর
তিন হাতির মৃত্যু

পশ্চিম সিকিমভূম, ১১ জুলাই ঃকেসে
পূর্ব এক হাতিশাবাকের মৃত্যুতে থামলে
হয়ে উঠছে বাডামপুত্র সারানার
অধ্যক্ষগণ। বৃহস্পতিবার রাতে আরও
এক হাতির শাবকের মৃত্যুর
সান্নাড়া এলাকার অন্তর্গত মনোহরপুত্র
ও সেরেংগিয়া গ্রামে শুদ্ধতা নেমে
আসে। জানা গেছে, ঃলেগিন
প্রবাসীদের উনুন। অনেককে আহে-
মৃত্যুতে। গ্রামের মানুষরা বলছেন, এ
মৃত্যু আর নয়, ঃপুর যেন নিরীরা
প্রাণীদের প্রাণ রক্ষা করেন।সম্প্রতি
আইডিডি বিস্ফোরণে জখম হয়েছিল
কয়েকটি হাতির শাবক। আহে
আরও দুটি হাতিটির মৃত্যু হয়েছে। পশু
চিকিৎসকরা সবে জানা
গেছে,চিকিৎসা নীতি অবস্থায় যন্ত্রণার
ছোটক পুত্র মারা যায় শাবকগুলি
গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, মৃত শাবক
হাতির শরীরের ক্ষেত্র ছিল অক্ষর। ব-
দন্তের তরফে দোঁটা ঢালানো হলেও
প্রাণে বাঁচানো যায়নি।

নাম পরিবর্তন

অমি Rakhal Das পিতা -Late Anil Das,
Residing at Village- Madhupur,P.O.-
Belerhat,P.S- Purbasthal, Dist- Purnia
Bardhaman, W.B, Pin -713512,আমার
Original নাম Rakhal Das, আমার ব্রী অফ
Original নাম Priyanka Das ও আমার পুরাতন
Original নাম রুহিতা দাস, ১৫/০৩/২০২৫
তাৎ ৩য় শ্রেণীর জটিলমাল্য ব্যক্তিগত কার্ড,না,
পূর্ব বর্ধমান এর এফিডেভিটে(Affidavit -S.L
No -8137)আমার পুত্র Rohit Das ও Rohi
Mahi shya পিতা -Rakhal Das ও Rakhal
Mahi shya মাতা Priyanka Das ও
Priyanka Mahi shya একই ব্যক্তি হলো।

নাম পরিবর্তন
আমি Rakhal Das পিতা -Late Anil Das,
Residing at Village- Madhupur, P.O-
Beharhat, P.S-Purbasthal, Dist- Purbas
Bardhaman, W.B, Pin -713512, আমার
Original নাম Rakhal Das, আমার ছী এর
Original নাম Priyanka Das ও আমার পুরের
Original নাম Neel Das, ১৩/ ১০/ ২০০৭/২০২৫
তাৎ পর্যন্ত শ্রেণীর জন্মনিয়মাল ব্যাটিস্টেট কালনা,
পুর বর্ধমান এর একদিকেডিডে(Affidavit -S.L-
No -8138) আমার পুর Neel Das ও Neel
Mahi shya পিতা -Rakhal Das ও Rakhal
Mahi shya মাতা Priyanka Das ও
Priyanka Mahi shya একই ব্যক্তি হলো।

Name Change

I, Ab Khalik S/O Late Albahar residing at Banak Para Road, P.O.Haznagar, P.S. Naihati, Dist-North 24 Parganas W.B. do hereby solemnly affirm and declare my actual name Ab Khalik instead of Abdul Khalik which is wrongly recorded in the certificate of birth of my son Md. Gulam Yazdani(Reg. No. 1575, Dt. 27/06/2006), vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore on 10.07.2025. Ab Khalik and Abdul Khalik both are same and identical person

রাস্তার বেহাল অবস্থা! খাটিয়া করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রোগীদের

দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১১ জুলাই : একবার নয়, একই রাস্তার দু’বার রাস্তা তৈরীর কাজের উদ্বোধন



হয়েছে। ফলে রাস্তার অবস্থা বেহাল। প্রবল বৃষ্টিতে রাস্তা কাদামাটিতে পরিণত। তাই বাধা হয়ে খাটিয়া করে প্রসৃতিকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতে হচ্ছে। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সুহিতো। মুর্শিদাবাদের সুতি ১ রুকে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ যাতে ‘পথশ্রী’ প্রকল্পের রাস্তা ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে

মাদারিহাটে উদ্ধার লেপার্ডের দেহ

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১১ জুলাই : লেপার্ডের মৃত্যু মিছিল যেন খামছে না। কালচিনি ব্লকের পর বীরপাড়া মাদারিহাট রুকেও মিলল লেপার্ডের দেহ। চাঞ্চল্য এলাকায়। আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া দলমোড় চা বাগান থেকে একটি লেপার্ডের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে এদিন দুপুরে। এদিন দলমোড় চা বাগানের ভেতরে একটি পূর্ববয়স্ক পুরুষ লেপার্ডকে শুয়ে থাকতে দেখেন বাগানের শ্রমিকরা। অনেকেঞ্চ ধরে সেরির দিকে তাকিয়েছিলেন শ্রমিকরা। কিন্তু সেটির কোনও নড়াচড়া না দেখে সেটির সামনে চলে যান শ্রমিকরা। এরপরেই যারা বোবেন মারা গেছে লেপার্ড টি। এরপর শ্রমিকরা বনদফতরে খবর দেন। ঘটনাস্থলে বনদফতরের দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীরা এসে লেপার্ডের মৃতদেহ উদ্ধার করে। বনদফতরে সূত্রে খবর ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে। তবে লেপার্ডটির শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়নি। সেটিকে পিটিয়ে মারা হত্ননি বলেই মনে করছেন বনকর্মীরা।

গঙ্গা ভাঙ্গনের কবলে নসরতপুরের কিশোরীগঞ্জ

দূরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১১ জুলাই : পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কিশোরীগঞ্জ এলাকাটি নদী ভাঙনের কবলে পড়া একটি গ্রাম। নসরতপুর পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা ত্রিগীরখীর অপর পাড়ে অবস্থিত প্রত্যন্ত একটি গ্রাম কিশোরগঞ্জ। এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষই কৃষি কাজের উপর নির্ভর করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। সেই কৃষি জমিও একটু একটু করে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। একসময় এই এলাকায় ২৭২ টি পরিবার বসবাস করতেন। নদী ভাঙ্গনের ফলে অনেকেই সেখান থেকে সরে গেছেন। বর্ষার মরশুমে নদী ভাঙ্গন চরম আকার ধারণ করলে। একে একে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে চাষের জমি থেকে ভিটেমাটি সব। সহায় সম্বলহীন অসহায় মানুষ গুলো বিপদ সংকুল পরিস্থিতির মধ্যে জীবন হাতে নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

রানিগঞ্জে বন্ধ খনি এলাকায় ধস

দূরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ১১ জুলাই : আবারও ধসের আতঙ্ক রানিগঞ্জে। স্থানীয় চলবলপুর বাদকুটি এলাকায় শুক্রবার ভোরে ধস নামে। বিকটমঞ্চ শব্দে বাসিন্দারা প্রথমে কিছু বুঝতে পারেননি। পরে আলো ফুটলে দেখা যায়, বিরাট এলাকা জুড়ে ধস নেমেছে। অতীতে ওই স্থানে বাদকুটি খনি ছিল। খনি বন্ধ হওয়ার পর খনিরুখ ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। শুক্রবারের ধসে গোটা খনিমুখ মাটির তলায় ঢুকে গেছে। কোনও হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে সামনেই রয়েছে রেললাইন ও জনঘনবসতি থাকায় এই ধস এলাকায় চিন্তা বাড়চ্ছে । শুক্রবার সকালে রানিগঞ্জের চলবলপুরের বাদকুটি এলাকার এলাকাবাসীরা চমকে যান বিরাট আকারের ধস দেখে।

রাজ্য সরকার প্রায় দেড় বছর আগে সুতি -১ ব্লকের হারুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত পারাইপুর গ্রামে প্রায় ১ কিলোমিটার রাস্তা তৈরির জন্য ৬৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। তবে স্থানীয় বিডিও অফিস থেকে রাস্তা নির্মাণের কাজের ‘ওয়ার্ক অর্ডার’ পাওয়ার পর আজ পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা ওই গ্রামে রাস্তা তৈরীর কাজ শুরু করেনি বলে অভিযোগ। তার ফলে আজও প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন ওই গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দা। সম্প্রতি সোসাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ওই গ্রামের একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে একটি রাস্তা কাদা রাস্তা হেঁটে ভর্তি থাকা অবস্থায় গর্ভবতী

এক মহিলাকে তার পরিবারের সদস্যরা খাটিয়ায় চাপিয়ে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয় সূত্রের খবর, ২০২৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পারাইপুর গ্রামে দক্ষিণপাড়া এবং পূর্বপাড়ার মধ্যে ওই রাস্তা তৈরির জন্য এটি সংস্থাকে ‘ওয়ার্ক অর্ডার’ দেওয়া হয়। কিন্তু গত প্রায় দেড় বছরে ওই সংস্থা গ্রামে এক মিটার রাস্তাও

তৈরি করেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। আর তার ফলে অল্প বৃষ্টিতে গ্রামের রাস্তা এক হাটু কাদায় ডুবে থাকে। গ্রামের কোনও মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে সেখানে অ্যাম্বুলেন্স বা অন্য কোনও গাড়ি ঢুকতে পারে না। ফলে অনেক সময় গ্রামের লোকজন খাটিয়া করে পরিবারের অসুস্থ সদস্যদের চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যেতে বাধ্য হন। গ্রামবাসীরা জানান, ওই এলাকায় একটি স্কুল ছাড়াও হোটখাটো প্রচুর দোকান রয়েছে। রাস্তা খারাপ থাকার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্কুলে যেতে গেলেও এক হাটু কাদা পার হয়ে যেতে হয়। এক গ্রামবাসী বলেন , ‘ রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ আমাদেরকে নিজেদের বাইক অন্যর বাড়িতে রেখে এক কিলোমিটার রাস্তা কাঁদা রাস্তা হেঁটে আসতে হয়। কারণ ওই রাস্তা দিয়ে বাইক নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মাত্র এক কিলোমিটার রাস্তা তৈরী হয়ে গেলেই আমরা কাদা থেকে মুক্তি পাবো।’ রাস্তার খারাপ অবস্থার কথা স্বীকার করছেন স্থানীয় আশা কর্মী। তিনি বলেন, ‘ সম্প্রতি শিউলী খাতুন নামে এক গর্ভবতী মহিলা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসার জন্য খাটিয়া করে বাড়ির লোক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে এসেছিল।

মহাদেবশাল স্টেশনে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের ট্রেনগুলির সাময়িক বিরতি

কলকাতা, ১১ জুলাই : শ্রাবণী মেলার জন্য, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি ০৯.০৮.২০২৫ পর্যন্ত মহাদেবশাল স্টেশনে দুই মিনিটের জন্য থামবে নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারেঃ-১. ১৮০৫১ বাদামহাযড়- রৌরকেলা এক্সপ্রেস ১৩.০৭.২০২৫ ২. ১৮০৫২ রৌরকেলা-বাদামপাহার এক্সপ্রেস ১৩.০৭.২০২৫ ৩. ৬৮০৪৩ টাটানগর-রৌরকেলা মেমু ১১.০৭.২০২৫ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৭.২৫, ০২.০৮.২৫, ০৯.০৮.২৫ ৪. ৬৮০৪৪ রাউরকেলা-টাটানগর মেমু ১১.০৭.২০২৫ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৭.২৫, ০২.০৮.২৫, ০৯.০৮.২৫ ৫. ১৩২৮৮ দানাপুর-দুর্গা এক্সপ্রেস ১১.০৭.২০২৫ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৯.০৭.২৫, ৩. ১৩২৮৯ দুর্গ-দানাপুর এক্সপ্রেস ১১.০৭.২০২৫ ছাড়া-১৮.০৭.২৫, ২৫.০৭.২৫, ০১.০৮.২৫ ৭. ১২৮৭১ হাওড়া-তিতলাগড় ইম্পাত এক্সপ্রেস ১১.০৭.২০২৫ ছাড়া-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৭.২৫, ০২.০৮.২৫, ০৯.০৮.২৫ ৯. ২২৮৬১ হাওড়া-কান্তবাজি ইম্পাত এক্সপ্রেস ১১.০৭.২০২৫ ছাড়া-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৭.২৫, ০২.০৮.২৫, ০৯.০৮.২৫, ১১.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৭.২৫, ০২.০৮.২৫, ০৯.০৮.২৫ ১০. ২২৮৬২ কান্তবাজি- হাওড়া ইম্পাত মেয়াদ ১১.০৭.২০২৫ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৭.২৫, ০২.০৮.২৫, ০৯.০৮.২৫ ১১. ১৮৪৭৭ পুরী-হাওড়া নগরী ঋষিকেশ এক্সপ্রেস ১১.০৭.২০২৫ ছাড়া-১৮.০৭.২৫, ২৫.০৭.২৫, ০১.০৮.২৫ ১২. ১৮৪৭৮ যোগ নগরী ঋষিকেশ-পুরী এক্সপ্রেস ১১.০৭.২০২৫ ছাড়া-১৪.০৭.২৫,২১.০৭.২৫, ২৮.০৭.২৫ ১৩. ১৮০০৫ হাওড়া-জগদলপুর এক্সপ্রেস ১১.০৭.২০২৫ ১৪. ১৮০০৬ জগদলপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস ১১.০৭.২০২৫ ১৫. ১৮১৯৯ টাটানগর - এর্নাকুলাম এক্সপ্রেস ১১.০৭.২০২৫ ১৬. ১৮১৯০ এর্নাকুলাম টাটানগর এক্সপ্রেস ১১.০৭.২০২৫ ১৭. ৬৮০২৫ চক্রধরপুর- রৌরকেলা মেমু ১১.০৭.২০২৫ ব্যতীত-০৯.০৮.২৫ ১৮. ৬৮০২৬ রাউরকেলা-চক্রধরপুর মেমু ১১.০৭.২০২৫ ব্যতীত-০৯.০৮.২৫ ১৯. ১৮১০৯ টাটানাগা -এনএসসিবি হাউওয়ার এক্সপ্রেস ১১.০৭.২০২৫ ব্যতীত-০৯.০৮.২৫ ২০. ১৮১১০ NSCB ইটওয়ারি-টাটানগর এক্সপ্রেস ১১.০৭.২০২৫ ব্যতীত-০৯.০৮.২৫ ২১. ১৮১১১৪ বিলাসপুর-টাটানগর এক্সপ্রেস ১১.০৭.২০২৫ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৭.২৫, ০২.০৮.২৫, ০৯.০৮.২৫ ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৭.২৫, ০২.০৮.২৫, ০৯.০৮.২৫ ২৩. ১৮০২৫ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ২৪. ১৮০২৬ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ২৫. ১৮০২৭ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ২৬. ১৮০২৮ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ২৭. ১৮০২৯ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ২৮. ১৮০৩০ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ২৯. ১৮০৩১ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৩০. ১৮০৩২ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৩১. ১৮০৩৩ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৩২. ১৮০৩৪ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৩৩. ১৮০৩৫ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৩৪. ১৮০৩৬ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৩৫. ১৮০৩৭ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৩৬. ১৮০৩৮ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৩৭. ১৮০৩৯ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৩৮. ১৮০৪০ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৩৯. ১৮০৪১ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৪০. ১৮০৪২ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৪১. ১৮০৪৩ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৪২. ১৮০৪৪ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৪৩. ১৮০৪৫ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৪৪. ১৮০৪৬ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৪৫. ১৮০৪৭ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৪৬. ১৮০৪৮ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৪৭. ১৮০৪৯ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৪৮. ১৮০৫০ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৪৯. ১৮০৫১ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৫০. ১৮০৫২ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৫১. ১৮০৫৩ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৫২. ১৮০৫৪ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৫৩. ১৮০৫৫ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৫৪. ১৮০৫৬ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৫৫. ১৮০৫৭ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৫৬. ১৮০৫৮ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৫৭. ১৮০৫৯ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৫৮. ১৮০৬০ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৫৯. ১৮০৬১ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৬০. ১৮০৬২ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৬১. ১৮০৬৩ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৬২. ১৮০৬৪ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৬৩. ১৮০৬৫ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৬৪. ১৮০৬৬ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৬৫. ১৮০৬৭ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৬৬. ১৮০৬৮ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৬৭. ১৮০৬৯ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৬৮. ১৮০৭০ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৬৯. ১৮০৭১ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৭০. ১৮০৭২ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৭১. ১৮০৭৩ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৭২. ১৮০৭৪ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৭৩. ১৮০৭৫ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৭৪. ১৮০৭৬ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৭৫. ১৮০৭৭ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৭৬. ১৮০৭৮ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৭৭. ১৮০৭৯ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৭৮. ১৮০৮০ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৭৯. ১৮০৮১ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৮০. ১৮০৮২ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৮১. ১৮০৮৩ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৮২. ১৮০৮৪ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৮৩. ১৮০৮৫ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৮৪. ১৮০৮৬ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৮৫. ১৮০৮৭ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৮৬. ১৮০৮৮ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৮৭. ১৮০৮৯ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৮৮. ১৮০৯০ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৮৯. ১৮০৯১ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৯০. ১৮০৯২ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৯১. ১৮০৯৩ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৯২. ১৮০৯৪ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৯৩. ১৮০৯৫ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৯৪. ১৮০৯৬ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৯৫. ১৮০৯৭ ব্যতীত-১৫.০৭.২৫, ১৯.০৭.২৫, ২২.০৭.২৫, ২৬.০৭.২৫, ২৯.০৮.২৫ ৯৬. ১৮০৯৮ ব্যতীত-১৫.

